THE

BENGALEE LETTER-WRITER.

FOURTH EDITION.

পত্রের ধারা।

অর্থাৎ

পাঠাপাঠ ও পাট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্তপ্রভৃতি ও শুভঙ্করের আর্য্যা ও ভাষার সহিত চাণক্যের শ্লোক।

চতুর্থবার মুদ্রাঙ্কিত।

SERAMPORE. শ্রীরামপুর।

1845. সন ১৮৪৫ সাল।


किताब का
पुस्तक का

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

শুভঙ্করকৃতার্য্যা।

পত্রের ধারা।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম বন্দিয়া মস্তকে।
পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সঙ্খেপে॥
পিতামহ মহাশয়ে করিয়া প্রণতি।
সেবকানুসেবক বলিয়া লিখে পাতি॥
পিতা জ্যেঠা খুড়া আদি যত সমতুল।
জ্যেষ্ঠ মধ্যম আর শ্বশুর মাতুল॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত গুরু জন।
সেবক প্রণাম করি লিখে নিবেদন॥
পরমপূজনীয় বলি দিবে শিরনাম।
পত্রের নিয়ম এই স্থির করিলাম॥
ছোট ভাই পুত্রাদি ভাগিনা যত থাকে
পরম শুভাশী বলি পত্র লিখে তাকে॥
মঙ্গল উন্নতি করি লিখিবে আশিষে।
পরমকল্যাণীয় বলি শিরনামা শেষে॥
পুত্র নাহি বনিতা স্বামিকে লিখে পাতি
স্বস্তি সেবিকা বলি লিখিবে যুবতি॥
মহামহিম বলি শেষে দিবে শিরনামা।
পত্র লিখিবার রীতি শুন সর্ব্ব জনা॥

A

কিঞ্চিৎ কহিলাম এই সঙ্খেপ অক্ষরে
সর্ব্বত্র লিখিবে পত্র এই অনুসারে ॥
কন্যা পিতাকে লিখে করিয়া প্রণাম।
পরমপূজনীয় বলি শেষে শিরনাম ॥
ভগিনীপতি যদি হয় অতিসুলক্ষণ।
আজ্ঞাকারি করি তাকে লিখে নিবেদন ॥
মধ্যম কনিষ্ঠ যদি হয় ভগিনীপতি।
নমস্কার করিয়া তাহাকে লিখে পাতি ॥
শ্বশুরের পুত্র যদি স্ত্রীর হয় বড়।
তাহাকে লিখিতে পত্র বুদ্ধি চাই দৃঢ় ॥
ধনে মানে কুলে শীলে থাকে সসন্তোষ।
আজ্ঞাকারি করিয়া লিখিতে নাহি দোষ ॥
দেশের জমীদার যদি হয় মুসলমান।
বন্দে চাকর বলি লিখিবে সেলাম ॥
ক্ষত্রি কিম্বা শূদ্র যদি হয় নরপতি।
আজ্ঞাকারি করিয়া তাহাকে লিখে পাতি ॥
দেশের জমীদার যদি হয়ত ব্রাহ্মণ।
সেবক প্রণাম করি লিখে নিবেদন ॥
আজ্ঞাকারি পাঠ লিখে বড়২ জনে।
বিনয় সম্বাদ লিখে প্রণাম নিবেদনে ॥
সমানে২ লিখে ত্বদীয় বলিয়া।
সম ভাবে লিখে তাহে নমস্কার করিয়া ॥

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

পুত্র পিতাকে এই পাঠ লিখিবেক।

পরমপূজনীয় শ্রীযুত পিতা ঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু।

সেবক শ্রীনীলকমল দেবশর্ম্মণঃ
প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ সেবকের সার্ব্বত্রিক মঙ্গল। পরং আজ্ঞাপত্রী পাইয়া বিশেষ অবগত হইলাম এখানকার সমাচার আরং তাবৎ কুশল। এখানে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা অন্যং দেশীয় বিবরণ ছাপাইয়া পাঠশালাতেং দিতেছেন আমরা সেই সকল শিক্ষা করিতেছি ইহাতে নানা প্রকার উপকার জন্মে এবং সভাতে অনেক প্রকার কথার উত্তরপ্রত্যুত্তর করা যায় এবং আমার কারণ যে বস্ত্রাদি পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাইলাম আর শ্রীযুত বড় দাদা মহাশয়ের বিবাহ কালে আমি বাটীতে যাইব সে শুভ কর্ম্ম কোন তারিখে হইবে তাহা লিখিতে আজ্ঞা হইবেক ইহা শ্রীচরণে নিবেদনমিতি তাং ৫ কার্ত্তিক সন ১২২৭ সাল।

জ্যেঠা খুড়া মাতুল পিষা শ্বশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারদিগকেও এই পাঠ লিখিবে।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

গুরুকে শিষ্য এই পাঠ লিখিবেক।
পরমপূজনীয় শ্রীযুত মদিষ্টদেবতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু।

সেবক শ্রীগঙ্গাধর দেবশর্ম্মণো
ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে শ্রীচরণ ধ্যানানবরতকরণে এ সেবকের ঐহিক পারত্রিক নিস্তারঃ। পরং আজ্ঞাপত্রী পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম এখানকার সকলে শারীরিক ভাল আছেন তদর্থে ভাবিত হইবেন না কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত জটাধর মুখোপাধ্যায়ের দীক্ষা হয় নাই অতএব আগামি মকর সংক্রান্তির দিন তায়া দীক্ষিত হন এমত বাসনা করেন তৎসম্পাদক মহাশয়ের যদি তৎসময়ে শ্রীচরণাগমন হয় তবে সগোষ্ঠী কৃতার্থ হই এবং স্ত্রী লোকেরদেরও অনেকের উপদেশ বাঞ্ছা আছে। এবং বাটীতে শ্রীশ্রী৺ শ্যামা পূজা হইয়াছে তাঁহার প্রসাদি বস্ত্র ও অলঙ্কার ও থাল ও গাড়ু ও বাটা ও বাটী শ্রীশ্যামসুন্দর দাস মারফৎ যাইতেছে কৃপাবলোকনপূর্ব্বক দাখিল করিয়া লইতে আজ্ঞা হইবেক শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরপুত্র মহাশয় পূজার পূর্ব্ব কলিকাতা গিয়াছিলেন তিনি বাটী আসিয়াছেন কি না সে কারণ উদ্বিগ্ন আছি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক ইহা শ্রীচরণে নিবেদনমিতি তাং ৮ কার্ত্তিক সন ১২২৭ সাল।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

ব্রাহ্মণ জমীদারকে ব্রাহ্মণে এই পাঠ লিখিবে।
মহামহিম শ্রীযুত রাধাকান্ত রায় মহাশয় বহুজন
প্রতিপালকবরেষু।

আজ্ঞাকারি শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণো
বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে শ্রীযুত রায় মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী নিয়ত শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্রানন্দঃ। পরং আমাকে যে খাজানার কারণ লিখিয়াছিলেন সে সকল খাজানা দাখিল করিয়া দিলাম কিন্তু যে জমি আমাকে জোত দিয়াছেনতাহাতে কিছু জন্মে না খাজানা দেওয়া আমার দণ্ড হইতেছে আর শ্রীরামদেব ঘোষের মুদাফতী জমী জোতের বিষয়ে পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছিলাম তাহা হইলেও এ গরিব প্রজা তিষ্ঠিতে পারে যে হউক দুই চারি দিবসের মধ্যে নিকট আসিতেছি সকল নিবেদন সাক্ষাৎ কারে করিব আর এ বৎসর শুখা হইয়া সকল ধান্য নষ্ট হইল বুঝি দুর্ভিক্ষ হইতে পারে মহাশয় যদি কিছু ধান্য খরিদ করিয়া রাখেন তবে প্রজারা রক্ষা পাইবেক নতুবা প্রজারা পলাইবে নিবেদনমিতি তাং ২০ ফাল্গুণ।

এবং শূদ্র জমীদারকে এই পাঠ লিখিতে পারে এবং ক্ষত্রিয় জমীদারকে ক্ষত্রিয় শূদ্র এই পাঠ লিখিবে।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

ব্রাহ্মণ নিঃসম্পর্ক অধিকবয়স্ক ব্রাহ্মণকে এই পাঠ লিখিবে।

বন্দনীয় শ্রীযুত রামনাথ ঘোষাল
মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণো নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সার্ব্বত্রিক মঙ্গল। বিশেষ আপনকার পত্রার্থ অবগত হইলাম এ বৎসর আপনি ৺ কাশী যাত্রা করিবেন এমত বাসনা করিয়াছেন সে উত্তম অতএব কোন লাগাইদ যাত্রা করিবেন তাহা লিখিবেন এবং শুনিলাম যে সে দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ আর টাকার অপ্রতুল অতিশয় বিনা বন্ধকে কর্জ পাওয়া ভার যদি আপনকার সঙ্গতি থাকে তবে গমন করিবেন নতুবা আমার সাধ্য এইক্ষণে কিছু নাই জানিবেন আর রুম দেশের বিবরণপুস্তক শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ দাস মারফৎ মহাশয়ের নিকট পাঠাই ইহা দেখিবেন এই পুস্তক শ্রীরামপুরে তর্জমা হইয়া ছাপা হইয়াছে বাঙ্গলা পাঠশালার শিক্ষার্থে এই প্রকার অন্যং পুস্তক ছাপা হইতেছে। ইহা জ্ঞাত কারণ নিবেদন লিখিলাম ইতি তাং ১০ কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

পৌত্র পিতামহকে এই পাঠ লিখিবে।

পরমপূজনীয় শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় পিতামহ মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

সেবকানুসেবক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ প্রণতীনামানন্ত্যং নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ সেবকের ঐহিক পারত্রিক নিস্তারঃ। পরং আমি শারীরিক স্বচ্ছন্দ আছি শ্রীরামপুরে শ্রীযুত সাহেবের পাঠশালাতে তাবৎ দেশীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি অদ্যাপি সকল সমাপ্ত হয় নাই কিছুং অভ্যাস হইয়াছে তাবৎ সমাপ্ত হইলে সমাচার লিখিব। আমার পরিধেয় বস্ত্র ও আঙ্গরাখা ও কলমদান ও চাকু শ্রীমতী পিতামহী ঠাকুরাণীর ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি সে সকল জিনিস এই লোক মারফৎ পাঠাইবেন এবং আমার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি কিছু দিন গৌণে শাস্ত্র অধ্যয়ন করি এমত ইচ্ছা করি কলিকাতায় শ্রীযুত অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের নিকটে চেষ্টা করিবেন ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি তারিখ ৯ কার্ত্তিক।

এই প্রকার পাঠ পিতামহ ভ্রাতাকে এবং মাতামহকে এবং তাঁহার ভ্রাতাকে লিখিবে এবং আরং এই সম্পর্কীয় যাঁহারা তাঁহারদিগকেও লিখিবে।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

চাকর মুনিবকে এই প্যাঠ লিখিবে।

মহামহিম শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র ঘোষ মহাশয়
মদাশ্রয়েষু।

আজ্ঞাকারি শ্রীজয়গোপাল সেনস্য
বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে শ্রীযুত বাবুজী মহাশয়ের মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্র মঙ্গল। পরং সিমলিয়া গ্রামে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা পাঠশালা বসাইয়া নানা প্রকার বিদ্যা দান করিতেছেন এবং তিন জন সরকার নিযুক্ত হইয়াছে ও তাহারা প্রতিপালিত হইতেছে আর দুই চারি জন সরকার নিযুক্ত হয় এমত কল্প আছে অতএব শ্রীযুত নসিরাম রায় ও শ্রীযুত গোপীমোহন মজুমদারকে পত্রপাঠমাত্র এখানে পাঠাইবেন তাঁহারদের দুই জনের কর্ম্ম হইতে পারিবেক তাঁহারদিগের কৃষ্ণনগরে এক কর্ম্মের সোপান ছিল আমি জানিয়া আসিয়াছি যদি সে কর্ম্মে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন তবে শ্রীযুত হরিহর মজুমদার দাদা ও শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর সরকার খুড়াকে পাঠাইবেন তাঁহারদিগকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিব এ কর্ম্মে কোন পরিশ্রম নাই জানিবেন অবশ্যং পাঠাইবেন। ইহা জ্ঞাত কারণ নিবেদন করিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবে।

পূজনীয় শ্রীযুত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া
মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্খি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা অন্য২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকার আছে ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়া ও মাতুল ও পিষা ও মেসো ও শ্বশুর এবং আর২ যে আছে তাহাকে এইপ্রকার লিখিবে।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

সমবয়স্ক বন্ধুবর্গেরদিগকে এই পাঠ লিখিবে।
মহামহিম শ্রীযুত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়
মহাশয় প্রবলপ্রতাপেষু।

ভবদীয় শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মণো
নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্রানন্দঃ। পরং আপনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাহার কি প্রকার হইতেছে এবং শ্রীযুত সাহেব কিরূপ অনুগ্রহ করেন বিস্তারক্রমে লিখিয়া সন্তুষ্ট করিবেন যেং জিনিস পাঠাইয়াছিলেন তাহার ফর্দ্দমত বুঝিয়া পাইলাম আর শ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায় বাপাকে নিকট পাঠাইতে লিখিয়াছেন পথ অতিশয় দুর্গম হইয়াছে একাকী পাঠান পরামর্শ হয় না শ্রীযুক্ত রামশরণ চৌধুরী মহাশয় পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ঐ পথ দিয়া কটক যাইবেন সেই সঙ্গে পাঠাইতে স্থির করিয়াছি। এ বাটীর সকলে ভাল আছেন তদর্থে ভাবিত হইবেন না আর মহাশয় যদর্থ লিখিয়াছেন তাহার কারণ এখানে যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম কোনরূপে পাওয়া গেল না সাধ্য কি কিন্তু আমি চেষ্টিত থাকিলাম পাওয়া গেলে পশ্চাৎ পাঠাইব ইহা জ্ঞাত কারণ নিবেদন করিলাম ইতি তারিখ ১০ মাঘ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বৈবাহিকপ্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোককে এইরূপ লিখিবে।

পোষ্টৃবর শ্রীযুত জগদ্বন্ধু রায় বৈবাহিক মহাশয়েষু।

পোষ্য শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণো বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীযুত বৈবাহিক মহাশয়ের মহোন্নতি শ্রীশ্রী৺ করিতেছেন তাহাতেই অত্রানন্দঃ। পরং আপনকার পুত্রের বিবাহ হইবার কল্প শুনিয়াছিলাম সে বিষয়ের কি হইল তাহা লিখিবেন কন্যাকর্ত্তা আমার নিকটে আসিয়াছিলেন এবং অনেক প্রকার কহিলেন এইক্ষণে তাঁহার অপ্রতুলসমূহ পরে ধান্যাদি হইলে খরচের সঙ্গতি হইতে পারে তখন কন্যা জামাতার অলঙ্কারাদি ও বিশিষ্ট দানসামগ্রী দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন এখন হইলে শঙ্খ বস্ত্রমাত্র দিয়া সম্প্রদান হয় অতএব তাঁহার ইচ্ছা বৈশাখ মাসে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন সে সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাটনাহইতে আসিবেন এবং আপনকারও এই শেষ কর্ম্ম কিছু বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য যাহাতে ভাল হয় তাহা করিবেন ইহা জ্ঞাপনমিতি তাং ৫ মাঘ।

সমবয়স্ক ভগিনীপতি ও অন্যং ব্যক্তি ও সম্বন্ধিকে এই পাঠ লিখিবে।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমবয়স্ক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিকে এই পাঠ লিখিবে।

মদেকসদয় শ্রীযুত রামকৃষ্ণ রায় মহাশয় সদাশয়েষু।

ত্বদীয় শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ
সবিনয় নমস্কারা নিবেদনমিদং শ্রীযুত রায় মহাশয়ের মহোন্নতি শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনীয়া তাহাতে অত্র ক্ষেমং আত্মবিবরণ পত্রে লিখিয়া কি জানাইব নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা ক্লেশ পাইতেছি সাক্ষাৎ হইলে সবিশেষ নিবেদন করিব সে যে হউক সম্প্রতি মহিষাদলের ব্রহ্মোত্তরের খাজানা আনিতে গিয়াছিলাম তিন বৎসরের খাজানার মধ্যে দুই সনের খাজানা পাইয়াছি এ ফসলের খাজানা বাকী থাকিল সেখানে ধান্য বড় ভাল হয় নাই ইহাতে প্রজালোক বড় কাতর সাধ্য কি সেখানহইতে তিন দিবস বাটীতে আসিয়াছি কিঞ্চিৎ শারীরিক পীড়া অনুভব হইয়াছে সে কারণ নিকট যাইতে পারিলাম না বিশেষ হইলে নিকট পঁহুছিব আপনকার মঙ্গলাদি লিখিয়া পরমাপ্যায়িত করিবা জ্ঞাত কারণ নিবেদন করিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রী ঈশ্বরঃ।

মুনিব চাকরকে এই পাঠ লিখিবেক।

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরঘুরাম সরকার।

শুভাশীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ
বাগুনে পরগনার যে টাকা পাঠাইয়াছিলা সে সকল টাকা দাখিল হইল বাকী টাকা শীঘ্র পাঠাইবা বিলম্ব না হয় কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে তুমি কর্ম্মে মনোযোগ কর না এ বড় মন্দ কর্ম্ম ইহা হইলে তোমাকে এ কর্ম্মে কি প্রকারে রাখা যায় ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবা পরগনা মজকুরের জয়পুর গ্রামের রাইয়ত লোকেরা তাহারদিগের গ্রামের গোমাস্তার নামে বেশী খাজানার দাবিতে নালিশ করিয়াছিল ঐ নালিশে গোমাস্তা মজকুরের তলপে তোমার বেরাদারী শ্রীনরসিংহ রায় পেয়াদার হাওয়ালে আট রোজ মিয়াদে চিঠী জারি হইয়াছিল তাহাতে তোমার রিপোর্টে মালুম হইল যে আসামীআন গরহাজির এ কারণ তাহাকে হাজির করিবার জন্য এক কেতা ইস্তেহার তোমার হাওয়ালে ১২ রোজ মিয়াদ করা গেল তুমি যত শীঘ্র পারহ ইস্তেহার জারী করিয়া আসামী পাকড়া করিয়া সরেওয়ার কৈফীয়ৎ লিখিয়া সে মিয়াদ মধ্যে দাখিল করহ। ইতি তাং ১৫ শ্রাবণ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

ক্ষত্রিয়জমীদারকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই পাঠ লিখিবেক।

অখিলভূদেব প্রতিপালকবর শ্রীযুত, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু।

নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীহরশঙ্কর শর্ম্মণঃ
পরম শুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ শ্রীযুত মহারাজের স্থির রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্রানন্দঃ। পরং শ্রীযুক্ত সভাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে তদ্দেশে ধান্যাদি অতিসুন্দর জন্মিয়াছে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবেক না এবং প্রজালোকের ব্যামোহ হইবেক না পরে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রী৺ কাশীহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তিনি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন আমারদিগের নিতান্ত ইচ্ছা যে তর্কালঙ্কার আপনকার নিকটে থাকেন তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যা জন্মে তর্কালঙ্কার যেরূপে থাকেন তাহা অবশ্য করিবেন পরে আমি পাঁচ সাত রোজের মধ্যে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব এমত বাসনা আছে তবে ঈশ্বরেচ্ছা আমারদিগের গ্রামে একটা দলাদল উপস্থিত হইয়া অতিশয় বিবাদ জন্মিয়াছে একারণ আমার যাওনের বিলম্ব হইল ইহা জ্ঞাতকারণ নিবেদন করিলাম ইতি তাং ৩ পৌষ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

ক্ষত্রিয় জমীদারকে ব্রাহ্মণ এই পাঠ লিখিবে।

এবং ব্রাহ্মণ জমীদারকে ক্ষত্রিয় জমীদার নমস্কারাদি পাঠ লিখিবে ও ক্ষত্রিয় জমীদারকে ক্ষত্রিয় নমস্কারাদি লিখিবে এবং শূদ্র জমীদারকে শদ্র এই পাঠ লিখিবে।

মহামহিম শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়
বহুজনপ্রতিপালকেষু।

আজ্ঞাকারি শ্রীজগন্নাথ দেবশর্ম্মণঃ।
পরম শুভাশীর্ব্বাদ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহারাজের স্থির রাজলক্ষ্মী নিয়ত শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্রানন্দঃ। পরং এখানকার সমাচার সকলি মঙ্গল জানিবেন পরে আপনকার রাজ্যের পালনে অতিসুন্দর সুখ্যাতি হইয়াছে। ইহাতে আমারদিগের যেপর্য্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে তাহা পত্রে লিখিয়া কি জানাইব মহারাজ মহাশয়ের মঙ্গল হইলেই আমারদিগের অনেক লাভ যে হউক আমরা নিতান্ত প্রতিপাল্য জানিবেন নিবেদনমিদমিতি তাং ২ অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

পতি স্ত্রীকে এই পাঠ লিখিবেক।

প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীনারায়ণী দেবী কল্যাণবরাসু।

শুভানুধ্যায়ি শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণঃ পরমশুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্রমঙ্গল। তোমার পত্র পাইয়া সমাচার তাবৎ জ্ঞাত হইলাম আমার দিনাজপুর যাইবার কল্প ছিল কিন্তু এইক্ষণে হইল না শ্রীযুত সাহেব অনুগ্রহ করিয়া সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন কিছু দিন দেখিব যদি প্রতুল হয় তবে বিদেশে যাইব না নতুবা দিনাজপুর না যাইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করি এমত ইচ্ছা সেখানে শ্রীশ্রী৺ দর্শন করিয়া কর্ম্মের চেষ্টা করিব সে দেশে আমার অনেক লোক আছে কর্ম্ম অবশ্য হইতে পারে কিন্তু অতিশয় লবণাম্বু সাধ্য কি বিষয় চেষ্টা করিতে হইলে এ সকল বিবেচনা করা বৃথা আরং সমাচার পশ্চাৎ লিখিব তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবা অধিক কি লিখিব ইতি তাং ২ ভাদ্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বড় ভগিনীপতিকে এই পাঠ লিখিবে।

মহামহিম শ্রীযুত রাধাকান্ত রায় মহাশয়েষু।

আজ্ঞাকারি শ্রীরামনাথ শর্ম্মণো বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের মহোন্নতি সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্র মঙ্গল। আপনকার পত্র পাইয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হইলাম মহাশয় যে কর্ম্ম কলিকাতাতে করিতেছিলেন এইক্ষণে তাহার কিরূপ হইতেছে তাহার সমাচার লিখিবেন আর যদ্যপি কোন কর্ম্ম উপস্থিত থাকে তবে সমাচার লিখিবেন শ্রীযুত সাহেবলোকেরা কি প্রকার অনুগ্রহ করিতেছেন তাহা লিখিবেন আমি আপন কর্ম্মের বিষয়ে শ্রীযুত সাহেবের নিকটে নিবেদন করিলাম তিনি আজ্ঞা করিলেন এক্ষণে কোন কর্ম্ম উপস্থিত নাই যদি মোং মীরটে গমন করিতে পার তবে উত্তম কর্ম্ম হইতে পারে সে দেশ ভাল এবং খাদ্য দ্রব্যের নানা প্রকার সুখ আছে যদি যাওয়া হয় তবে পত্র লিখিব ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৬ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

স্ত্রী পতিকে এইরূপ লিখিবে।

মহামহিম শ্রীযুত প্রাণনাথ মুখোপাধ্যায়
মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

স্বস্তি সেবিকা শ্রীনারায়ণী দেব্যাঃ
প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে সার্ব্বত্রিক মঙ্গল। এখানকার সমাচার পূর্ব্ব পত্রে সকলি লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন পরে শুনিলাম আপনি পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিতেছিলেন সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দিনাজপুর যাইবেন সে অতিদূর দেশ সেখানকার জল অতিমন্দ সে দেশে গমন ও থাকা অকর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া যে কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন আর আপনকার শারীরিক পীড়ার কথা শুনিয়া আমি জীবন্মৃতা হইয়াছি স্বাস্থ্য সমাচার পাইলে স্থির হই অতএব শীঘ্র স্বাস্থ্য সমাচার লিখিবেন যে গুড়ুচ্যাদি তৈল ঘরে প্রস্তুত ছিল তাহা পাঠাই সেবন করিবেন ইহাতে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না ইতি তাং ৫ চৈত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ও পিতা পুত্রকে এই পাঠ লিখিবে।

প্রাণাধিক প্রিয়তমেষু।

পরম শুভাশীঃ শিবঞ্চ বিশেষঃ তোমার কুশলেহি অত্রানন্দঃ বিশেষঃ তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জানিলাম বস্ত্র ও বিছানা যে পাঠাইয়াছিলা ফর্দ্দ মাফিক বুঝিয়া পাইলাম খরচ যে দুই শত টাকা পাঠাইয়াছিলা তাহাও পঁহুছিল এখানে ধান্য অতিসুন্দর জন্মিয়াছে দুইখান লাঙ্গলের আবাদে ২০ বিঘা জমী ধান্য ছিল তাহাতে পাঁচ সেরা কাঠার দুই পটী ধান্য পাওয়া গিয়াছে ৺ ইচ্ছা সম্মুখ বৎসর চলিবেক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তিল ছয় বিঘা ও কলাই বার বিঘা শর্ষা দশ বিঘা আবাদ আছে এসকল খন্দ ভালই আছে ৺ ইচ্ছা খন্দ নির্ব্বিঘ্নে জন্মিলে কোন দুঃখ থাকিবেক না ৺ পূজার কারণ দুই মোন ইক্ষুগুড় ও আদ মোন ঘৃত খরিদ করিয়াছি জানিবা চৌধুরীর সহিত জমীর বিরোধ ছিল তাহা গ্রামস্থ বিশিষ্ট লোকেরা থাকিয়া অর্দ্ধার্দ্ধি করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন অনেকের উপরোধ সাধ্য কি একারণ নিষ্পত্তি করিলাম ইতি তাং ২ পৌষ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জমীদার প্রজালোককে এই পাঠ লিখিবেক।

তরফ নিলিমপুরের রামপুর গ্রামের শ্রীরামদুলাল মণ্ডল ও শ্রীরামসুন্দর সেন ও শ্রীরামশরণ মজুমদার ও শ্রীহরেকৃষ্ণ দে ওগয়রহ প্রজাবর্গেষু। তোমার দিগের গ্রামের নোকসান জমী জন্দের কারণ শ্রীযুত গৌরমোহন সিংহকে আমিন মোকরর করিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে সিংহ মজকুর গ্রামে পঁহুছিয়া তোমারদিগকে ডাকাইয়াছিল তোমরা কেহ রুজু হইলা না এবং গ্রামের পাইক শ্রীরামধন সরদারও রুজু হইল না ইহার কারণ জানিতে পারিলাম না অতএব লেখা যাইতেছে যদি নোকসান জরিপ করিতে অসম্মত হও তবে ষোলআনা একত্র হইয়া হজুরে পঁহুছহ সাক্ষাৎকারে বন্দোবস্ত হইবেক আর জলকর টেঙরার বিল লইয়া ভিন্ন অধিকারের জমীদারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহারা আদালতে নালিশ করিয়াছে তাহার জবাব দশ রোজের মিয়াদ মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক অতএব তোমরা আইলে পরামর্শ করিয়া উপযুক্তমত জবাব লিখিয়া দাখিল করা যাইবেক। অতএব শীঘ্র পঁহুছিবা গৌণ না করহ ইতি তাং ৫ চৈত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বর

নিঃসম্পর্কীয় সমান লোককে এই পাঠ লিখিবে।

মদেকসদয়শ্রীযুত রামনারায়ণ রায় চৌধুরি মহাশয়েষু।

অনুপেক্ষণীয় শ্রীরামজয় দেবশর্ম্মণো বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং শ্রীযুত চৌধুরি মহাশয়ের মহোন্নতি শ্রীশ্রী৺ করিতেছেন তাহাতেই অত্র মঙ্গলং। পরন্তু অনেক দিবস মহাশয়ের পত্রাদি কিছুই পাই নাই তাহাতে উদ্বিগ্ন আছি যাতায়াতে মঙ্গলাদি লিখিয়া সজীব করিবেন। গত ভাদ্র মাসে তমোলোক গিয়াছিলাম তাহাতে আমারদিগের ব্রহ্মোত্তরের খাজানা ২৩৲ তেইশ টাকা পাইয়াছি সুজনপুরের জমী সকল পতিত হইয়াছে তাহার খাজানা কপর্দ্দকও পাইলাম না মহাশয়ের ব্রহ্মোত্তরের খাজানার কারণ বিরামপুরে মজুমদারের বাটী গিয়াছিলাম খাজানা চাহিলাম তাহাতে কহিলেন যে সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি বিঘা জমী আছে তাহার মধ্যে ৪৮ বিঘা উত্থিত আছে তাহার ॥০ আট আনা দস্তুরি ২৪৲ চব্বিশ টাকা পাইবেন তাহার মধ্যে গত সনে আগাম ১৬ ষোল টাকা লইয়া গিয়াছেন বাকী ৮৲ আট টাকা আছে তাহা আমার স্থানে দিতে উদ্যত ছিল আমি বিশেষ জ্ঞাত নহি এপ্রযুক্ত টাকা লইলাম না মহাশয় যে বিবেচনা হয় করিবেন যাতায়াতে মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন নিবেদনমিতি তারিখ ৫ পৌষ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

গ্রামসম্পর্কীয় খুড়া জেঠাকে লিখিবে।

নিতান্তানুগ্রাহক শ্রীযুত রামজয় চট্টোপাধ্যায়
খুড়া মহাশয়েষু।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে অত্র মঙ্গলং চিরকালানন্তর আজ্ঞাপত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এখানকার সকল মঙ্গল আপনি ঢাকাহইতে বাটী আসিয়াছেন পুনর্ব্বার কোন্ লাগাইদ যাইবেন তাহা নিশ্চয় করিয়া লিখিবেন আমিও মহাশয়ের সঙ্গে একবার ঢাকা যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি যদি সঙ্গতি হয় তবে যাইব গত সনে যে চারি শত টাকার চাউল খরিদ করিয়া বাটী পাঠাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুই শত টাকার চাউল আমি লইয়াছিলাম তাহার মধ্যে তৎকালীন দেড় শত টাকা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুত রামজীবন চট্টোপাধ্যায় ভায়ার স্থানে দিয়াছিলাম বাকী ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা শ্রীরামনিধি ঘোষ মারফৎ পাঠাই লইতে আজ্ঞা হইবেক এ বৎসর যদি চাউল আনিয়া থাকেন তবে দুই শত টাকার চাউল আমার বাটীতে দিয়া সমাচার লিখিবেন ইতি তাং ৫ মাঘ।

শ্রীশ্রীঈশ্বর

দরখাস্ত।

মহামহিম শ্রীযুত মেজেষ্টর সাহেব জিলা কৃষ্ণনগর ওগয়রহ্ বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রীরামনাথ মণ্ডল সাং জয়নগর পরগনে মামুদপুর গরীব পরয়র সেলামৎ আমার আরজ এই পরগনা মজকুরের জয়রামপুর সাকিনের শ্রীদর্পনারায়ণ মজুমদার ও শ্রীকৃষ্ণনাথ মজুমদার এই দুই জন মাসূল ডাকাইত ইহারা দুই তিন বার জিলামজকুরে চোর দায়ে ফটকে কয়েদ ছিল তাহা জোনাবে মালুম আছে পরে ইমসন মাহ চৈত্র খালাস পাইয়া আন্দাজ এক শত ডাকাইত জমাৎ করিয়া দুই তিন স্থানে ডাকাইতি করিয়াছে ও গ্রামের মধ্যে রাইয়ত লোকেরদিগের উপর আপন হুকুমে খোদহাকিমিতে অনেক প্রকার তসদি দিতেছে ও অনেক মাতবর লোকের উপর দাঙ্গা হঙ্গাম করিয়া বেহুরমৎ করিতেছে পরে ডাকাইত মজকুরেরা হাতিয়ারবন্ধ হইয়া মাহ চৈত্রে আমার বাটীতে আসিয়া ডাকাইতি করিয়াছে ও বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা লইয়াছে এবং চারি পাঁচ জন লোক দাখিল খুন করিয়াছে সাহেব খাবিন্দ হুকুম হয় যে এই সকল ডাকাইত পাকড়া করিয়া তজবীজ করেন। ইতি তাং সন ১২২৭ সাল ২৩ অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

মুচলকা।

মহামহিম শ্রীযুত জিলা জঙ্গলমহালের মেজেষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামচরণ চট্টোপাধ্যায়। সাং কোতলপুর পরগনে বিষ্ণুপুর কস্য মুচলকা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগনা মজকুরের চন্দ্রকোণা সাকিনের শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় আমার নামে দাঙ্গা সববে ১২৮১ নম্বরে নালিশ করিয়াছেন তাহাতে খোদাবন্দ আমাকে তলব দিয়া আনাইয়াছিলেন শ্রীযুতের তজবীজে আমারদিগের উভয়ের মোকদ্দমা আপোস নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু খোদাবন্দ আমাকে ওসয়াস করিয়াছেন একারণ জোনাবে মুচলকা করিতেছি যদ্যপি আমার নামে আর কখন এমত নালিশ হয় তবে সরকারে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিব এবং মাফিক আইনের সাজায় পঁহুছিব এই করারে মুচলকাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ২৮ নবেম্বর।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

এলেমনামা।

মোতালকে আদালতে দেওয়ানী।

জিলা যশোহর কাছারি সোপর্দ্দ রেজষ্টরী।

রামনারায়ণ মজুমদার সাকিনে বলরামপুর পরগনে এমাদাপুর। মুদ্দই।

জগমোহন ঘোষাল ও রামমোহন ঘোষাল ও হরিমোহন ঘোষাল সাং রাধাডেঙ্গা পরগনে আয়জন। মুদ্দালেহে।

মোকদ্দমা কর্জ্জবাবদ ২১২।৶

দুই শতবার টাকা ছয় আনা।

হুকুম বনাম শ্রীচামরু নাজর

উপরের লিখিত মোকদ্দমা মুদ্দইর নালিশে মুদ্দালেহের তলবে তোমার বেরাদরি শ্রীগরিবুল্লা প্যাদার হাওয়াল ৮ রোজ মেয়াদে সমন জারি হইয়াছিল তাহাতে তোমার রিপোর্টে মালুম হইল যে আসামীয়ান গরহাজির একারণ তাহারদিগের হাজির হওনের জন্য সন ১৭৯৩ সালের ৪ চহরম কানুনের ১১ এগার দফার হুকুম মতাবকে ১২ বার রোজ মেয়াদে ২ কেতা এশ্‌তেহার তোমার হাওয়ালে করা গেল তুমি যত শীঘ্র পারহ ইহার এক কেতা এশ্‌তেহার সদর কাছারিতে লট্‌কাইবা দোসরা কেতা গর-

হাজির মুদ্দালেহেরদিগের বাটীর সদর দরওয়াজায় কিম্বা গ্রামের প্রকাশ্য জায়গায় সকল লোকের মোকাবেলায় এশ্‌তেহার লট্‌কাইবা কোন জায়গায় কোন সময়ে কোন তারিখে কোন২ লোকের মোকাবেলায় এশ্‌তেহার লট্‌কান গেল তাহার সরেওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া মিয়াদ মধ্যে সেরেস্তায় দাখিল করহ। ইতি সন ১৮২০ সাল তারিখ ২৭ নবেম্বর ইঙ্গরেজী মতাবেক ১০ অগ্রহায়ণ সন ১২২৭ সাল বাঙ্গলা।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

এখ্তিয়ারনামা।

মহামহিম শ্রীযুত জজ সাহেব আদালতে
দেওয়ানী জিলা যশোহর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং জয়রামপুর পরগনে সপ্তগ্রাম কস্য এখ্তিয়ারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগনা মজকুরের নিজ সাকিনের শ্রীরাম নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আমার নামে ৫৬৪৮ নম্বরে আদালতে নালিশ করিয়াছে তাহার জবাবের কারণ হুজুরের সনদি বহালি উকীল শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারের নামে এখ্তিয়ারনামা দাখিল করিলাম উকীল মজকুর আমার তরফ যে লিখিত পড়িত করিবেন তাহা আমার মাতবর ও মঞ্জুর এই করারে এখ্তিয়ার নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৮২০ সাল তাং ৭ নবেম্বর।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

কবুলতি।

মহামহিম শ্রীযুত তরফ ভবানীপুরের তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরাজকিশোর মজুমদার কস্য কবুলতি পত্রমিদং সন ১২২৭ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের তালুক তরফ ভবানীপুরের মৌজে কামদেবপুরে আমার বসতবাস জমা জমী আছে তাহাতে আমার সঙ্কোষ্য হয় না একারণ দরখাস্ত করিলাম যে আর কিছু জমী জমা করিয়া লইব আমার দরখাস্তমতে আমার সাবেক জমার জমীসমেত বাস্তুওগয়রহ বন্দে ২ মবলগে ২২।৩ বাইশ বিঘা আট কাটা আমার গ্রামমজকুরের শ্রীরামচরণ মণ্ডলের ছাড়ি জমার জমী বন্দে ২ মবলগে ১৯/২ উনিশ বিঘা দুই কাটা একুনে ৪১॥০ একচল্লিশ বিঘা দশ কাটা জমীর কাত ৩২৲ বত্রিশ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া দশ সালের মিয়াদে পাট্টা দিলেন আমিও খোস রেজায় কবুল করিয়া কবুলতি দিলাম জমীর চিহ্নিতনামা লইয়া সনবসন মাফিক কিস্তিবন্দি সুরত সহি সিক্কা টাকা মালগুজারি করিব ইহার সেওয়ায় ফৌজদারী ফিতক্কে ৮ আষ্ট গণ্ডা আলাহিদা দিব তজবীজ আমলে আমার পাট্টার তাইনের বেশী জমা যে নিকলে

তাহার ওটবন্দি আলাহিদা দিব এ জমীর হাজা শুখা নালিশ করিব না পাট্টার মেয়াদ মনকুজি হইলে এ পাট্টা ফিরিয়া দিয়া নয়া পাট্টা লইব এই করারে পাট্টা পাইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ১ বৈশাখ।

পাট্টা।

শ্রীরাজকিশোর মজুমদার সুচরিতেষু।

শুভপাট্টা পত্রমিদং সন ১২২৭ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার তালুক তরফ ভবানীপুরের মৌজে কামদেবপুর তোমার বসতবাস জমা জমী আছে তাহাতে তোমার সঙ্কোষ্য হয় না একারণ দরখাস্ত করিলা যে আর কিছু জমী জমা করিয়া লইবা। বিলক্ষণ তোমার দরখাস্তমতে তোমার সাবেক জমার জমীসমেত বাস্তু ওগয়রহ বন্দেং মবলগে ২২।৩ বাইশ বিঘা আট কাটা ও গ্রাম মজকুরের শ্রীরামচরণ মণ্ডলের ছাড়ি জমার জমী বন্দে২ মবলগে ১৯/২ উনিশ বিঘা দুই কাটা একুনে ৪১।।০ একচল্লিশ বিঘা দশ কাটা জমীর কাত ৩২৲ বত্রিশ টাকা জমা ধার্য্য করিয়া দশশালা মেয়াদে পাট্টা দেওয়া গেল তুমিও খোশরেজায় কবুল করিয়া কবুলতি দিলা জমীর চিহ্নিতনামা লইয়া সনবসন মাফিক কিস্তিবন্দি সুরত সহি সিক্কা টাকা মালগুজারি করহ ইহা সেওয়ায় ফৌজদারী ফিতক্কে ৮ আষ্ট গণ্ডা আলাহিদা দিবা

তজবীজ আমলে তোমার পাট্টার তাইনের বেশী জমী যে নিকলে তাহার ওটবন্দি আলাহিদা দিবা এজমীর হাজা শুখা নালিশ করিবা না পাট্টার মেয়াদ মনকুজি হইলে এ পাট্টা ফিরিয়া দিয়া নয়া পাট্টা লইবা এতদর্থে কবুলতি পাইয়া পাট্টা দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ৩ বৈশাখ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

দরখাস্ত।

মহামহিম শ্রীযুত জজ সাহেব আদালতে দেওয়ানী জিলা যশোহর বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় সাং স্বরূপপুর পরগনে সপ্তগ্রাম গরীবপরওর সেলামৎ আমার আরজ এই পরগনা মজকুরের নিজ সাকিনের শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মালাধরপুর সাকিনের শ্রীদয়ারাম মণ্ডল এই দুই জনে এক এত্তেফাক হইয়া আমার পৈতৃক নিজ হিস্যার ব্রহ্মোত্তর যে আছে তাহার মধ্যে লোণাকুড়ির মাটে এক বন্দ আন্দাজ ৫ পাঁচ বিঘা জমীহইতে আমাকে বেদখল করিতে উদ্যত হইলে আমি খোদায়গানির দোহাই দিয়া মোজাহেম হইলাম তাহা আমলে আনে না। খোদাবন্দা আসামী মজকুরেরা জবর লোক আমি গরীব ব্রাহ্মণ তা-

হারদিগের সহিত কোনসুরতে বরে আসি না আমার জমীহইতে আমাকে বেদখল করিয়া জমী মজকুরা আবাদ পত্তন করিয়া কলাই তৈয়ার করিয়াছে একারণ উম্মেদওয়ার যে আসামী মজকুরেরা আমার জমাহইতে আমাকে বেদখল করিতে না পারে ও তৈয়ারি কলাই তাহারা লইতে না পারে হুকুম হয় যে থানা কোঠ চাঁদপুরের দারোগার নামে এক কেতা পরওয়ানা সাদর হয় যে দারোগা মজকুর মপস্বল যাইয়া মাতবর লোকের জবানবন্দী করিয়া আমার জমী আমাকে দখল দেলাইয়া দেন সাহেব খামিন্দ মোবারক মরজীতে যেমত হুকুম হয়। ইতি সন ১৮২০ সাল তারিখ ২৮ নবেম্বর।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

কবালা।

ইয়াদিকিদ্ধ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত রামতনু চৌধুরী ওলদে শ্রীযুত রামশঙ্কর চৌধুরী এবনে রামপ্রসাদ চৌধুরী বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামজয় মজুমদার ওলদে শ্রীবিষ্ণুরাম মজুমদার এবনে রামমোহন মজুমদার তালুক বিক্রয়

কবালা পত্রমিদং সন ১২২৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে। আমার পৈতৃক তালুক পরগনে রাজপুরের মধ্যে মৌজে হয়াতপুর ও রঘুনাথপুর ও কামারডাঙ্গা এই তিন মৌজার সদর মালগুজারি জমা ৬৮৩ ৷৴৯ ছয় শত তিরাশী টাকা পাঁচ আনা নয় গণ্ডা লেখা যায় এই তিন মৌজা আপন বহল তবিয়তে ও রাজী রফায়তে মবলগে ১৫০০ পনের শত টাকা পণ বহাতে মহাশয়ের স্থানে বিক্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণমোহন পোতদার মারফৎ টাকা নগদ দস্তবদস্ত পাইলাম মহলমজকুর রাইয়তি ও খামারি ও চাকরান ও জলকর ও নলকর ও বনকর ও ফলকর সজলস্থলে সজনপদে সবৃক্ষে সবীজে আরাজীয়ত হাসীল ও পতিত সেওয়ায় দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ও পীরাণ ও ফকীরাণ ও আয়মা বাকী দরোবস্ত আমল দখল করিয়া আমার নামহইতে খারিজ করিয়া আপন নামে তালুক লেখাইয়া সদরে মালগুজারি করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপস্বত্ব ভোগ করহ মহল মজকুরের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার তোমার আমার সহিত কোন এলাকা নাই কস্মিন্‌কালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কেহ দাওয়া দরপেশ করি ও করে সে ঝুটা ও বাতিল এতদর্থে তালুক বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ৯ অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রী ঈশ্বরঃ।

একরারনামা।

ইয়াদিকিদ্ধ শ্রীযুত রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীহরচন্দ্র নাগস্য একরার পত্রমিদং সন ১২২৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের তালুক পরগনে নলদী মতালকে জিলা যশোহর পরগনা মজকুরের মধ্যে মৌজে বেলেডাঙ্গা ও মৌজে দিগড়া ও মৌজে সুন্দরপুর ও মৌজে ঘোষপাড়া এই চারি মৌজের সদর মালগুজারি ৩৬৬৮।৶ ১৭। তিন হাজার ছয় শত আটষট্টি টাকা সাত আনা সতের গণ্ডা এক কড়া লেখা যায় ঐ চারি মৌজা আমার স্থানে পাঁচ সন মিয়াদে কট রাখিয়া কবালা ও কবজ লিখিয়া দিয়া ৫০০০৲ মবলগে পাঁচ হাজার টাকা লইলা তোমার সহিত আমার এই একরার থাকিল সন ১২৩২ সালে পৌষপর্য্যন্ত পাঁচ সনের মিয়াদ থাকিল যদি এই মিয়াদ মধ্যে সুদসমেত বেবাক টাকা এককালে শোধ কর তবে মহাশয়ের দস্তখতি কবালা কবজ মহাশয়কে ফের দিব মহালমজকুরের সহিত আমার কোন এলাকা নাই যদি মিয়াদ মধ্যে সুদ সমেত বেবাক টাকা একবারে না দেও তবে মিয়াদ

গত হইলে সদরে দরখাস্ত করিয়া মহালমজকুর মহাশয়ের নামহইতে খারিজ করিয়া আপন নামে তালুক লেখাইয়া মহাল মজকুর দখল করিব মহালাতের সহিত আপনার কোন এলাকা থাকিবে না এতদর্থে কবালা কবজ পাইয়া একরার দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ১ মাঘ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

শুভবিবাহের বরকর্ত্তার জবানী পত্র।

শ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত কালী শঙ্কররায় মহাশয় সদুদার চরিত্রেষু।

লিখিতং শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণঃ।

শুভসম্বন্ধলগ্নপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর সহিত আমার পুত্র শ্রীযুত

প্রাণকৃষ্ণ শর্ম্মার শুভ বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া কুলোচিত পণ ১০০ এক শত টাকা লইলাম শুভ বিবাহের লগ্ন সন মজকুরের ২৩ মাঘ বুধবার স্থির করিলাম লগ্নানুসারে পাত্র উপস্থিত করিব কন্যা সম্প্রদান করিয়া দিবেন বিশিষ্টমত দান সামগ্রী দিবেন এতদর্থে শুভ লগ্নপত্র দিলাম। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ১০ মাঘ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

শুভ বিবাহের কন্যাকর্ত্তার জবানীপত্র।

শ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

স্বস্তিসকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
মহাশয় সদুদার চরিত্রেষু।

লিখিতং
শ্রীকালীশঙ্কর রায়স্য

শুভসম্বন্ধলগ্নপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়াদেবীর সহিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত

প্রাণকৃষ্ণ তর্কবাগীশের শুভ বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া কুলোচিত পণ ১০১৲ এক শত এক টাকা দিলাম শুভ বিবাহের লগ্ন সন মজকুরের ২৩ মাঘ বুধবার লগ্ন স্থির করিলাম লগ্নানুসারে পাত্র উপস্থিত করিবেন কন্যা সম্প্রদান করিব ও বিশিষ্টমতে দানসামগ্রী দিব এতদর্থে শুভ লগ্নপত্র দিলাম। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ১০ মাঘ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

নং ৫৩৬৪।

রোবকারি মোকদ্দমা আদালতে দেওয়ানী জিলা জঙ্গলমহাল এলাকায় সদর আমীন শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত আদালত। সন ১৮২০ সাল তাং ১৬ মার্চ।

ফৈঃ গঙ্গাধর মণ্ডল ফৌতির ওয়ারীস রামতনু মণ্ডল প্রজা মৌজে আড়রাদিগর পরগনে শ্রীরামপুর	আং অনুকূল রায় ও গোবর্দ্ধন রায় ও কৃষ্ণকান্ত রায় সাং আড়রা পং শ্রীরামপুর।

দাবি ২৮৲ আটাইশ টাকা বাবতে দাখিলা।

মোকদ্দমা মজকুর সন ১৬১৯ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে এক তরফা মোনকীরে ফরিয়াদীর ইজারাতে সাবতের সাইদানের ইসমনবিসী দাখিলমতে তিন জন সাইদ তলব হইবাতে সফিনা জারী হইয়াছিল পরে ঐ সফিনা সানি জারী হয় পরে আসামীআনের জওয়াব দাখিল হইবাতে ফরিয়াদীর জওয়াবলজওয়াব দাখিল করে পরে আসামীর উকীলের পাস রুদ্দজওয়াব তলব হইয়া মুলতবি ছিল অদ্য রোবকারের ওক্তে ফরিয়াদীর উকীল গুরুচরণ রায় ও আসামীর উকীল রামানন্দ সরকার মিছিলে হাজির হইল পরে সফিনার পৃষ্ঠে নাজিরের লেখা কৈফিয়তে মালুম হইল যে ফরিয়াদী প্যাদার মেয়াদ না দিবাতে সফিনা জারী হয় নাই মিছিল মলাহেজায় তজবীজ হুকুম হয় পরে মিছিলের কাগজাত মলাহেজা করিয়া জানা গেল ফৌতি ফরিয়াদী আরজীতে লেখে মৌজে আড়রা ও শামিল পটী পাটপুখরিয়াতে আমার মালগুজারির জমী ১৩।০ তের বিঘা পাঁচ কাঠার কাত জমা ২১৷৷৵ একুশ টাকা দশ আনা আছে ঐ গ্রামের তালুকদার আসামীআন তাহার মধ্যে আসামী অনুকূল রায় ও কৃষ্ণকান্ত রায় সন ১২২৫ সালের শ্রাবণ লাগাইদ ভাদ্র ঐ জমার ১৪ চৌদ্দ টাকা মালগুজারি দিয়া দাখিলা চাহিবাতে দেয় নাই এ কা-

রণ ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারার হুকুম মতাবক দাখিলা না পাওয়া বাবৎ ১৪৲ চৌদ্দ টাকার দোবান্দা ২৮৲ আটাইশ টাকার দাবিতে ফরিয়াদী আসামীর নামে নালিশ করে ফৌতি ফরিয়াদীর ওয়ারীস রামতনু মজকুর দরখাস্তে আপনাকে ফৌতির জ্যেষ্ঠ পুত্র মালামালের দখীলকার করার দিয়া আপন নাবালক চারি ভাইয়ের সহিত একান্নে থাকা ও তাহারদের প্রতিপালন করা জাহের করিয়া মোকদ্দমা মজকুর আপন মোকাবিলায় তজবীজ হইবার প্রার্থনা রাখে আসামীআন জওয়াবে লিখে ফরিয়াদীর জমী ১৬॥০ বিঘার কাত জমা ৪০৷৵১০ টাকা আছে ঐ জমার অন্দরে ফরিয়াদী সন ১২২৫ সালের মাহ শ্রাবণে এক কিস্তি খাজানা ৯৲ টাকা আমারদিগকে বরাবর দিয়াছে প্রজাহায় আমাদিগকে কহিলেন যে খাজানা দিলাম দাখিলা দেহ তাহাতে আমরা কহিলাম মহাল মজকুরের গোমাস্তা গোবিন্দপ্রসাদ সরকার বাঁকুড়া মোকামে আছে সে আইলে দাখিলা পাইবা পরে মাহ ভাদ্রের কিস্তিতে ঐ গোমাস্তা মহাল মজকুরে আসিয়া প্রজাসকলের পাস খাজানা আদায় করিয়াছিল ঐ কিস্তিতে ফরিয়াদী ৫৲ পাঁচ টাকা খাজানা দিবাতে গোমাস্তা মজকুর প্রজাসকলকে কহিয়াছিল যে তোমরা সকলে আপন২ দাখিলা লইয়া রসীদ দেহ তাহাতে কোন২ প্রজা ঐ ভাদ্র মাহাতে দাখিলা লইয়া রসীদ দিয়াছে পরে ফরিয়াদী মজকুরকে কহি-

লাম তুমি রসীদ দিয়া দাখিলা লহ তাহাতে ফরিয়াদী মজকুর কি মসলহত করিয়া রসীদ দিয়া দাখিলা না লইবাতে গোমাস্তা মজকুর লাগাইদ ভাদ্র ১৪৲ চৌদ্দ টাকার এক কেতা দাখিলা লিখিয়া গ্রামের হাল-সানা মাণিক সরকার মারফত ফরিয়াদীর নিকট পা-ঠাইয়া দিয়াছিল তাহার সাবত আছে আর জমীদারী কর্ম্মের উসুল তহসীলের মালিক গোমাস্তা খাজানা আদায় করিয়া দাখিলাওগয়রহ দেয় আর মাহ আশ্বিন ও কার্ত্তিক ৭৲ সাত টাকা দিয়াছে তাহার দাখিলা দিতে গোমাস্তা চাহিয়াছিল গতিক করিয়া না লইবাতে ঐ দাখিলা ঐ হালসানার মারফত দিয়াছে টাকা লইয়া দাখিলা না দিবার বিষয় কি ফরিয়াদী জওয়াবলজওয়াবে লিখে আরজির লিখিত আইনের দফা মজকুরে সাফ হুকুম আছে যে প্রজার পাস মালগুজারীর টাকা লইয়া তৎক্ষণাৎ দাখিলা দিবেক ইহাতে আসামীআন দাখিলা না দিয়া গোমা-স্তার ওজর করে এ কথা চাতুরি দেওয়ায় নহে আসামী রদ্দজওয়াব দাখিল করে নাই পরে মিছিলের কাগ-জাত সুরতে দরিয়াপ্ত হইল মৌজে আড়রাদিগর ফৌতি ফরিয়াদী গঙ্গাধর মণ্ডলের মালমতালকে মালগুজারি জমী জমা আছে ফৌতি ফরিয়াদী মজকুর সন ১২২৫ সালের শ্রাবণ লাগাইদ ভাদ্র আসামী-আন অনুকূলরায় ও গোবর্দ্ধনরায়কে চৌদ্দ টাকা মাল-গুজারি দেওয়া ইজাহারে ঐ টাকার দাখিলা চাহিবা-

তে আসামীআনের না দিবার বয়ান ঐ ১৪৲ চৌদ্দ টাকার দোবান্দা ২৮৲ আটাইশ টাকার দাবিতে আসামীআনের নামে নালিশ করে আসামীআন জওয়াবে লিখে সন মজকুরের মাহ শ্রাবণে আপনারদের বরাবর ফরিয়াদীর ৫৲ পাঁচ টাকা মালগুজারি দেওয়া ও ফরিয়াদীকে দাখিলা দিতে চাহিবাতে ফৌতি ফরিয়াদী দাখিলা না লওয়া জাহের করে ফৌতির ওয়ারীস রামতনু মজকুর দুই দফার মধ্যে প্যাদার মেয়াদ দিয়া সফিনা জারি করায় নাই এমতে ফৌতি ফরিয়াদীর ইজাহারি আদায় করা ১৪৲ চৌদ্দ টাকার আদায় ৯৲ নয় টাকার সন ১২২৫ সালের মাহ শ্রাবণে আসামীআনের মালগুজারি লইয়া দাখিলা না দেওয়া আসামীআনের কবুল সুরতে সাফ সাবৎ হইল আসামীআনকে উচিত ছিল টাকা লইয়া তৎক্ষণাৎ দাখিলা দিতে গোমাস্তা মহালে না থাকার ওজর করিয়া যে দাখিলা দেয় নাই সে বেজায় অতএব মোতাবক আইন ঐ যে ৯৲ নয় টাকার দোবান্দা ১৮৲ আঠার টাকা আসামীআনের স্থানহইতে দিলাম উচিত জানিবা।

হুকুম হইল।

মোকদ্দমার দাবি মধ্যে ২৮৲ আটাইশ টাকার ডিক্রী ফরিয়াদী রামতনু মণ্ডলকে আসামীআন দেয় আর আদালতের খরচা মাফিক নীচের তফসীলে জিম্মা আসামীআন আর সরকারের তহবিলদারের নামে ওয়ালা লেখা যায় তোরফানের রাখা আমানৎ ফিচ মতাবকে জাবদা রসীদ লইয়া উকীলআনকে দেয় এই সুরত হুকুম হইল ইতি।

তফসীল।

বঃ ফরিয়াদী

আরজীর কাগজ	২৲
উকীলের কাগজ	॥০
এলেমনামার মিয়াদ	১।০
উকীলের ফিচ	১।✓৮
ইস্তাহারের মিয়াদ	১।০
	৬।✓৮

জায়

জিং ফরিয়াদী	॥০
জিং আসামী	৫৸✓৮

জিং আসামীআন

উকীলের কাগজ	॥০
উকীলের ফিচ	১।✓৮
	১৸✓৮

জিং আসামীআন

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

মহামহিম শ্রীযুত জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেব
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দরখাস্ত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে মামুদসাহির মামুদপুর ও চাঁদপুর ও সামপুর এই তিন মৌজা খোশ্‌কওয়ালাতে শ্রীযুত রামদুলাল চৌধুরীর নিকটে ২৪০০৲ দুই হাজার চারি শত টাকায় খরিদ করিয়াছি চৌধুরী মজকুর যে কওয়ালা ও খারিজের দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছেন তাহা হুজুরে দাখিল করিতেছি মাফিক কওয়ালা মহাল মজকুর চৌধুরী মজকুরের নামহইতে খারিজ দিয়া আমার নামে তালুক লিখাইয়া আমার স্থানে তাহুত কিস্তিবন্দি লিখাইয়া লইয়া দখলি পরওয়ানা দিয়া সনবসন মালগুজারি সরবরাহ লইতে হুকুম হউক। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ২৪ পৌষ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জিলা নদীয়ার মতালকে পরগনে বাগুয়ানের জমীদার ও ইজারদার প্রতিবিদানন্দ আগে পরগনা মজকুরের শ্রীরামদুলাল বখ্‌শী এক কেতা দরখাস্ত হজুরে দাখিল করিল তাহার বয়ান এই।

পরগনা মজকুরের মধ্যে তরফ ইসলামপুর ওগয়রহ সাত মৌজা বখ্‌শী মজকুরের মুতকদমী মৌরসী ইজারা সাবেক জমীদারের দস্তখতি পাট্টা রাখে এবং শ্রীযুত রাক সাহেবের এক পরওয়ানা রাখে এখন কটকীনাদারের তরফ নায়েব সেই ইজারা খাস করিতে উদ্যত। অতএব লিখা যাইতেছে সাবেক জমীদারের পাট্টা দেখা গেল ও শ্রীযুত সাহেব লোকের পরওয়ানা দেখা গেল এবং তদারক করা গেল যে জিম্মা জমীর কমি বেশী কখন নাই এ মহাল কখন খাস হইতে পারে না ইজারদারের মহাল ইজারা বহাল রাখিয়া পাট্টামুরত মালগুজারি বুঝিয়া লইবা ইহাতে কোন ওসয়াস থাকে আদালতে নালিশকরিবা ইতি সন ১৮২১ সাল ১০ মাঘ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

শ্রীযুত কৃষ্ণজীবন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য
সুরাচার্য্যকল্পেষু।

ব্রহ্মোত্তর পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনি ভিন্নাধিকারহইতে নবদ্বীপে বসতিপূর্ব্বক চতুষ্পাঠী করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন বিলক্ষণ তহকীক করা গেল অধিকারের মধ্যে আর ব্রহ্মোত্তর নাই অতএব নিজ নবদ্বীপের বুঁইচি আড়ার পাড়াতে চারিচারার পশ্চিম শ্রীশ্রীদামকুণ্ড বারুইর দরুণ পলাতক ১/ এক বিঘা বাস্তু ও পরগনে আনরপুরের ঘোলা গ্রামে ৮/ আট বিঘা মাঠান জমী ও পরগনে মূলঘড়ের সনাতন পুর গ্রামে ৮/ আট বিঘা জমী মওয়াজিসমেত বাস্তু ১৭/ সতের বিঘা ও চাকলা কৃষ্ণনগরের দেবপাড়া গ্রামে দুইটা কাঁঠাল বৃক্ষ ও আম্র বৃক্ষ আপনাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম বাটীতে বসতিপূর্ব্বক জমীবৃক্ষ আমল দখল করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ। ইতি সন ১২২৭ তারিখ ২৫ বৈশাখ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

শরণং।

মহামহিম শ্রীযুত জজ সাহেব আদালতে দেওয়ানী
জিলা যশোহর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সরকার
কস্য সুকৃতিনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে এমাদপুর পরগনার রাধাডেঙ্গা সাকিনের রামদুলাল চট্টোপাধ্যায় ঐ সাকিন পরগনার শ্রীগুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নামে হিস্যাবাবৎ ২৫৷৷৩ পঁচিশ বিঘা তের কাঠা জমীর দাবিতে নালিশ করিয়াছিল তাহাতে এই মোকদ্দমা তজবীজ আমলে মিছিল করিয়া জোনাবে জাহের হইয়াছিল হুকুম হইল যে এ মোকদ্দমায় আমীন না পাঠাইলে মোকদ্দমার হুকুম হইবেক না অতএব ঐ জমী মজকুরা জরিপকারণ আমাকে আমীন মকরর করিলেন আমি মফঃসল যাইয়া আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া জমী মজকুরা জরিপ করিয়া হজুরে দাখিল করিব ইহাতে কোন মতে নাহক করিব না যদি না হক করি এমত জাহের হয় তবে নিজধর্ম্মে পতিত হইব এবং মাফিক আইন সাজায় পঁহুছিব এই করারে সুকৃতিনামা লিখিয়া দিলাম ইতি। তারিখ ২ জানুআরি।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

মহামহিম শ্রীযুত রামনারায়ণ মজুমদার মহাশয়
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবৈষ্ণবচরণ ঘোষস্য উশীনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। পরগনে জাহানাবাদের মধ্যে তরফ বিষ্ণুদিয়া পাঁচ সন মেয়াদে আমার ইজারা ছিল তাহাতে মেয়াদের এক সন বাকী থাকিতে আমার ইজারার মধ্যে খানখা ক্রোক আমীন দিয়া ক্রমেং আমাকে বেদখল করিয়া আপন লোক দিয়া মহালের হাল বকেয়া মবলগ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন পরে আখেরি চৈত্র মাসে আমাকে কহিলেন মহালের সাত শত টাকা বাকী তুমি দেহ তাহাতে আমি কহিলাম আমার পাঁচ সন মেয়াদে ইজারা তাহাতে চারি সন আমার দখলে ছিল সে চারি সনের মাফিক কিস্তিবন্দি কর্জ করিয়া বেবাক টাকা শোধ করিয়াছি মেয়াদের এক সন বাকী থাকিতে আমাকে বেদখল করিয়া মহাল খাসে তহসীল করিয়া হাল বকেয়া আদায় করিয়া লইলেন তাহাতে আমার বকেয়া মবলগ টাকা পাওনা ও এ সনের আমার মুনাফা মবলগ পাওনা তাহা না দিয়া ফিরে আমার স্থানে টাকা চাহিতেছেন এ বড় আশ্চর্য্য। এই কথা শুনিয়া জমীদার মহাশয় আমার নামে সাত শত টাকার দাবিতে আদালতে নালিশ করিয়াছেন তাহাতে

আমি মহাশয়কে জামিন দিলাম রুজু থাকিয়া আপন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিব ও যদি মোকদ্দমা আমার নামে ডিক্রী না হইয়া টাকা দেনা হয় তবে আমি টাকা বেওজর দিব ইহাতে যদি অন্যমত করি তবে আমার মালামাল আপন হুকুমে বিক্রয় করিয়া লইয়া আদালতের টাকা শোধ করিবেন তাহাতে আমার কোন দাওয়া নাই ইতি। সন ১২২৭ সাল তারিখ ২০ পৌষ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

পরগনে মহামুদসাহির মৌজে মামুদপুর ও মৌজে চাঁদপুর ও মৌজে সামপুরের নায়েব ও গোমাস্তা ও প্রজা ও বাসেন্দাআন মালুম করিবা।

পরগনামজকুরের মামুদপুরদিগর তিন মৌজা শ্রী রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় খোশকওয়ালাতে শ্রীরামদুলাল চৌধুরীর স্থানে খরিদ করিয়া খারিজের দরখাস্ত হুজুরে দাখিল করিল এবং চৌধুরী মজকুরও তালুক বিক্রয় করিয়া আপন নামহইতে খারিজ দিয়া মুখোপাধ্যায়ের নামে তালুক লেখাইতে এক দরখাস্ত দাখিল করিল উভয়ের দরখাস্তমতে বোর্ড

রেবিনিউর রিপোর্ট হইয়া হুকুম আসিয়াছে সেই হুকুমমতে মুখোপাধ্যায়ের নামে বয়নামা দেওয়া যাইতেছে মাফিক বয়নামা মহলমজকুর মুখোপাধ্যায়কে দখল দিবা ও কাগজপত্রসকল দিবা কোন মতে পুসীদা করিবা না সাবেক জমীদারের যে হক তাহা মুখোপাধ্যায়ের জানিবা ইতি। সন ১২২৭ সাল ২৫ পৌষ।

শ্রীযুত রামপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় বরাবরেষু। লিখিতং শ্রীরামভদ্র শর্ম্ম চৌধুরী।

ভূমিদান পত্রমিদং সন ১২২৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে জিলা যশোহরের মতালক চাকলে ভূষণার রামনগর গ্রামে আমার পৈতৃক বহালী সনদী ভোগ প্রমাণ ব্রহ্মোত্তর জমী ও বাস্তু ও বাঁশ বৃক্ষাদি যে আছে তাহার মধ্যে গ্রাম মজকুরের পশ্চিম মাঠে বিল পারে শ্রীরামনিধি ঘোষের জমীর উত্তর শ্রীরাধামাধব তরফদারের জমীর পশ্চিম শ্রীসাধুচরণ মণ্ডলের জমীর দক্ষিণ শ্রীরামানন্দ সরকারের জমীর পূর্ব্বে একবন্দ ১২/ বার বিঘা জমী ও গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পূর্ব্বে ১/ এক বিঘা বাস্তু ও সেই বাস্তুর মধ্যে যে আম্র কাঁঠালের বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে কাঁচামিঠা

গাছ ও কুমড় জালিয়া গাছ এই দুই আম্র বৃক্ষ ও গন্ধরাজ গাছ ও মাতাভাঙ্গা গাছ এই দুই কাঁঠাল বৃক্ষ মওয়াজি ও বাস্ত ১৩/ তের বিঘা ও আম্র কাঁঠাল ৪ চারি বৃক্ষ আমার পিতাঠাকুরের স্বর্গার্থে আপন স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বহালতবিয়তে ও রাজিরগবতে তোমাকে দান করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিলাম জমী ও বাটী ও বৃক্ষ আমল দখল করিয়া আপন স্বত্ব জন্মাইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ আমার সহিত কোন এলাকা নাই কস্য কালে আমি কিম্বা আমার কেহ ওয়ারিসান দাওয়া করে করি সে নামঞ্জুর এতদর্থে দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২২৭ সাল তারিখ ২৫ পৌষ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

শরণং।

চাকলে নবদ্বীপ ও পরগনে আনরপুর ও পরগনে মূলঘড় ও চাকলে কৃষ্ণনগরের নায়েব প্রতি আগে শ্রীযুত কৃষ্ণজীবন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত ভিন্নাধিকারহইতে আসিয়া নবদ্বীপে বসতিপূর্ব্বক চতুষ্পাঠী করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন এমত দরখাস্ত করিলেন এবং তহকীক করা গেল অধিকারের মধ্যে আর ব্রহ্মোত্তর নাই অতএব

এক বিঘা বাস্তু ও ১৬/ যোল বিঘা মাঠান জমী ও দুইটা কাঁঠাল বৃক্ষ ও ৪ চারিটা আম্র বৃক্ষ ভট্টাচার্য্য-কে ব্রহ্মোত্তর দিয়া সনন্দ দেওয়া গেল মাফিক সনন্দ গ্রামেং বাস্তু ও জমী ও বৃক্ষ লাএক পতিত মধ্যে চি-হ্নিত করিয়া সমাচার দিবা এ বিষয় পুনশ্চ লিখিতে না হয় ইতি। সন ১২২৭ সাল ২৫ চৈত্র।

পত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

শরণং।

শ্রীরামনাথ সরকার।
সাং বজরাপুর।

ধান্যের খত।

মহামহিম শ্রীযুত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরামনাথ সরকার কস্য ভোজধান্য দেড়াবাড়ি কর্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে মবলগে ১৬ ষোল আড়ি ধান্য কর্জ করিলাম ইহার ওয়াদা মাহ পৌষে দেড়াসমেত ১/৪ একবিশ চারি আড়ি ধান্য মহাশয়ের বজরাপুরের গোলায় গোলাজাত করিয়া দিব এই করারে ধান্য পাইয়া খত লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২২৭ সাল তারিখ ১২ আষাঢ়।

ইসাদী।

শ্রীআত্মারাম দত্ত।	শ্রীরামানন্দনন্দী।	শ্রীহরিচন্দ্র দত্ত।
সাং বজরাপুর।	সাং জয়নগর।	সাং গোবিন্দপুর।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

সহায়ঃ।

নিমন্ত্রণ পত্র।

কৃপাপারাবার শ্রীযুত বাবু শিবনাথ ঘোষাল
মহাশয় প্রতিপালকেষু।

স্নেহপাল্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ সুবিনীতিপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং মহাশয়ের মহোন্নতি সততং স্থানে প্রার্থনীয়া যাহাতে অত্র ক্ষেমং। পরন্তু ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার আমার পুত্র শ্রীযুত গৌরীসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ হইবেক মহাশয়েরা বীর নগরের বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ২২ মাঘ।

রসীদ।

মহামহিম শ্রীযুত রামপ্রসাদ রায় মহাশয়
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকালীমোহন সরকার কস্য রসীদ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের স্থানে ষ্টাম্প কাগজে খত দিয়া ৩২ বত্রিশ টাকা কর্জ করিলাম খতের টাকা বেবাক বুঝিয়া পাইয়া রসীদ লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ২৫ কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

জয়তি।

জামিনী পত্র।

মহামহিম শ্রীযুত মেজেষ্টর সাহেব জিলা যশোহর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীজয়চাঁদ সরকার সাং জয়পুর পরগনে এমাদপুর কস্য হাজীর জামিন পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগনা মজকুরের গোপালপুর সাকিনের শ্রীজগন্মোহন তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের নামে ঐ সাকিনের শ্রীসদাশিব সরকার ৭৭৩ নম্বরে মবলগে ৩৫২ তিন শত বাওয়ান্ন টাকার দাবিতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছেন অতএব আমি ঐ আসামী মজকুরের হাজীর জামিন থাকিলাম আসামী মজকুর হরওক্ত হাজীর থাকিয়া আপন মোকদ্দমা করিবে গরহাজীর হয় হাজীর করিয়া দিব হাজীর করিতে না পারি ফরিয়াদীর মোকদ্দমার নিশা করিব এতদর্থে হাজীর জামিনী লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৮২১ সাল তারিখ ২৫ জানুআরি।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

শরণং।

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র।

পোষ্টবর শ্রীযুত ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈবাহিক মহাশয় মহোদয়েষু।

পিতা।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ সময়োচিত নিবেদন মিদং ১৫ আষাঢ় বৃহস্পতিবার আমার ৺ ঠাকুরের ৺ তীরে জ্ঞানপূর্ব্বক ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে তৎকৃত্য ২৫ আষাঢ় রবিবার হইবেক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঘোষনগরের বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ২২ আষাঢ়।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।
শরণং।

টাকার খত।

শ্রীবিজয়গোপাল মণ্ডল
সাং কামদেবপুর।

মহামহিম শ্রীযুত রামজয় চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিজয়গোপাল মণ্ডল কস্য কর্জপত্র-মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে মবলগে কল সিক্কা ৩২৲ বত্রিশ টাকা কর্জ করিলাম ইহার সুদ ফি তঙ্কে মাফিক দস্তুর দরমাহা দিব টাকার ওয়াদা মাহ চৈত্রে সুদসমেত টাকা দিয়া খত পরিশোধ করিব এই করারে দস্তবদস্ত টাকা পাইয়া খত লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ১৫ মাঘ

ইসাদি।

শ্রী গোরাচাঁদ ঘোষ।
সাং বজরাপুর।

শ্রী গোপাল পোদ্দার
সাং শাহাবাজপুর

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

চালান।

চালান রুপেয়া তরফ বজরাপুর চাকলে মাটিয়ারি জিলা নদীয়া সন ১২২৭ সাল তারিখ ২৫ পৌষ।

রুপেয়া।

কীং পৌষ
শ্রীরামসুন্দর পোদ্দার
চাং রামজয় কাহার
চালান কালেক্‌টরি কাছারী
সিক্কা ৩২৫ মবলগে তিন শত পঁচিশ টাকা।

দাখিলা।

দাখিলা রুপেয়া মৌজে কামদেবপুরের তরফ বজরাপুর সন ১২২৭ সাল তারিখ ২৬ পৌষ সালিয়ানা।

রুপেয়া।

আদায়।
শ্রীগৌরমোহন মণ্ডল।
ইং শুভপুণ্যাহ।
লাং আখিরি।
সিক্কা ৬৪৲ মবলগে চৌষট্টি টাকা
পাইয়া দাখিলা দিলাম ইতি।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।
শরণং।

শুভপুণ্যাহের চিঠী।

মৌজে বাণেশ্বরপুরের প্রজা কর্ম্মচারিবর্গেষু প্রতি আগে ডিহিলকপুরের শুভপুণ্যাহ ১৫ আষাঢ় শুক্রবার হইবেক অতএব খবর দেওয়া যাইতেছে তোমরা সকলে মামুল মত দধি মৎস্য লইয়া ডিহি মজকুরের কাছারীতে পঁহুছিয়া শুভ পুণ্যাহ করহ ইতি সন ১২২৭ সাল ১৩ মাঘ।

তলব চিঠী।

চিঠী তলব আসামী শ্রীরামতনু রায় সাকিনে বজরাপুর পরগনে মাটিয়ারি প্রতি আগে তোমার স্থানে খাজানা মবলগ বাকী তুমি এলাগায়েৎ পুণ্যাহ করিলা না অতএব লিখা যাইতেছে চিঠী দেখিতে খাড়াং সদর কাছারীতে পঁহুছিয়া লাগায়েৎ শ্রাবণ তলবের ২২।৶ বাইশ টাকা ছয় আনা দাখিল করিয়া দেহ ইতি। সন ১২২৭ সাল তারিখ ১২ শ্রাবণ।

তলব চিঠী।

শ্রীগোবর্দ্ধন সরকার সাকিনে সাহাবাজপুর পরগনে বজরাপুর মালুম করিবা পরগনা মজকুরের কামদেবপুর সাকিনের শ্রীরঘুনাথ ঘোষ তোমার নামে

৩৩২ নং মবলগে ৬৩৲ তেষট্টি টাকার দাবিতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছে অতএব লিখা যাইতেছে চিঠী দেখিতে খাড়াং জিলা মজকুরের কাছারীতে পঁহুছিয়া আপন জবাব দাখিল করহ। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ১১ বৈশাখ।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

শরণং।

হেবানামা।

শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

হেবানামা পত্রমিদং সন ১২২৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার তালুক তরফ ভবানীপুর অবশিষ্ট মৌজা ও তরফ ও গাঁতীওগয়রহ একুনে ৭৪ চৌহত্তর মৌজা আপন নামহইতে খারিজ করিয়া তোমাকে হেবানামা দিলাম তুমি মহাল মজকুরের দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ করহ এ তালুকের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার তোমার আমার ও আমার ওয়ারিসানের সহিত কোন এলাকা নাই কস্মিনকালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান দাওয়া করে ও করি সে ঝুটা ও বাতিল এই করারে হেবানামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর তারিখ ১৮ মাঘ।

চাণক্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ।

সারসংগ্রহ।

আশৈশবং জননি বাণি পদারবিন্দমাসেবিতং তব তথা প্রণিপত্য যাচে। চাণক্য পণ্ডিত বরাভিমতার্থ-সার্থভাবপ্রকাশনবিধৌ ন যথোপহাসঃ।

নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ং।
সর্ব্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সারসংগ্রহং॥

নানাবিধ শাস্ত্রহৈতে করিয়া উদ্ধার। রাজনীতি সমস্ত কহিব আমি সার॥ সকলের বীজ শাস্ত্র চাণক্য-রচিত। শ্রীসারসংগ্রহ নামে জগতে বিদিত।

মূলসূত্রং প্রবক্ষ্যামি চাণক্যেন যথোদিতং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

যে প্রকার কহিলেন চাণক্য পণ্ডিত। সেই মত মূল সূত্র কহিব নিশ্চিত॥ যাহা জ্ঞাত হবামাত্র জ্ঞাত হয় নীত। মূর্খের মূর্খত্ব যায় সে হয় পণ্ডিত॥

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

বিদ্যাবান্ আর রাজা না হয় সমান। যে করে সমান জ্ঞান সে বড় অজ্ঞান॥ কেবল আপন দেশে রাজা পূজ্যমান। স্বদেশে বিদেশে বিদ্যাবানের সম্মান॥ ১॥

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খ সহস্রেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

পণ্ডিত জনেতে সর্ব্ব গুণ বর্ত্তমান। মূর্খ লোক কেবল অশেষ দোষস্থান॥ যদ্যপি সহস্র মূর্খ থাকে এক স্থান। তথাপি না হয় এক পণ্ডিত সমান॥ ২॥

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

পরস্ত্রীতে যাহার জননীসম জ্ঞান। পরধন জ্ঞান করে লোষ্ট্রের সমান॥ সকল প্রাণিকে দেখে আপনার মত। সেই সে পণ্ডিত হয় শাস্ত্রের সম্মত॥ ৩॥

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥

কি করিবে কুলে তার বিদ্যা নাহি যার। বিদ্যা-বান্ অকুলীন মান্য দেবতার॥ ৪॥

রূপযৌবনসম্পন্না বিশাল কুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥

যদি রূপবান্ যুবা অত্যন্ত কুলীন। তথাপি শো-ভিত নহে হৈলে বিদ্যাহীন॥ যেমন কিংশুক পুষ্প দেখিতে সুন্দর। গন্ধ বিনা কে তাহার করে সমাদর॥ ৫॥

নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণং ॥

ভূষা করে নক্ষত্রগণেরে সুধাকর। রমণীর পতি-মাত্র অতিশোভাকর ॥ পৃথিবীর ভূষণ ভূপতি অতি-শয়। সর্ব্বের ভূষণ বিদ্যা বিদ্যাবান্ কয় ॥ ৬ ॥

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো যথা ॥

মাতা হন শত্রুবৎ পিতা বৈরিপ্রায়। যাহারা আপন পুত্রে বিদ্যা না শিখায় ॥ মূর্খপুত্র সভা মধ্যে শোভা নাহি পায়। যেমন বকের দশা হং-সের সভায় ॥ ৭ ॥

বরমেকো গুণী পুত্রো নচ মূর্খশতৈরপি।
একচন্দ্রস্তমো হন্তি নচ তারাগণৈরপি ॥

গুণবান্ এক পুত্র সেও অনিন্দিত। মূর্খ শত পুত্রে কার্য্য না হয় কিঞ্চিৎ ॥ এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে। লক্ষ২ তারা দেখ কি করিতে পারে ॥ ৮ ॥

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥

করিবেক পঞ্চ বর্ষপর্য্যন্ত লালন। নিজ পুত্রে দশ বর্ষপর্য্যন্ত তাড়ন ॥ হইলে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম তার। পুত্র সহ করিবেক মিত্রব্যবহার ॥ ৯ ॥

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥

বহু দোষ জন্মে অতি করিলে লালন। বহু গুণবর্ত্তে পুন করিলে তাড়ন॥ সেই হেতু পুত্র আর শিষ্য উভয়েরে। তাড়ন করিবে সদা লালন না করে॥ ১০॥

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।

যে বনে সুবৃক্ষ থাকে সুগন্ধি পুষ্পিত। সর্ব্ববন করে তার গন্ধে আমোদিত॥ বংশেতে সুপুত্র যদি জন্মে এক জন। সে বংশ উজ্জ্বল হয় তাহার কারণ॥ ১১॥

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥

কাননে নীরস বৃক্ষ যদি কুলক্ষণ। কোটরে লাগিয়া বহ্নি দহে সর্ব্ব বন॥ বংশেতে কুপুত্র যদি জন্মে কুলাঙ্গার। তার দোষে হয় সেই বংশের সংহার॥ ১২॥

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥

দূরহইতে শোভে মূর্খ বসনে ভূষিত।
যাবৎ না কহে কথা সভায় কিঞ্চিৎ॥ ১৩॥

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

বিষহইতে করিবেক অমৃতগ্রহণ। কুস্থানহইতে তুলে লইবে কাঞ্চন॥ নীচহইতে ভাল বিদ্যা শিখিবে সুজন। দুষ্ট কুলহইতে লবে স্ত্রীরত্ন শোভন॥ ১৪॥

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

রাজদ্বারে শ্মশানেতে সহায় যে হয়। দুর্ভিক্ষেতে আর শত্রু যুদ্ধের সময়॥ বিপদে বিপদজ্ঞান উৎসবে উৎসব। যাহার সমান ভাব সেই সে বান্ধব॥ ১৫॥

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥

অসমক্ষে কার্য্যনাশ করে যেই জন। সমক্ষে যে কহে প্রিয় মধুর বচন॥ বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর। এমন দুর্জন মিত্র ত্যজিবেক ধীর। ১৬॥

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ মিত্রং যঃ পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
সমৃত্যুমুপগৃহ্নাতি গর্ভমশ্বতরী যথা॥

একবার যার সঙ্গে হয়েছে শত্রুতা। পুন তার সহ করে যে জন মিত্রতা॥ আপনার মৃত্যু সে আপনি করে হাতে। অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা নাশিতে॥ ১৭॥

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং মিত্রঞ্চাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতংমিত্রং সর্ব্বদোষং প্রকাশয়েৎ ॥

অবিশ্বস্ত জনেরে বিশ্বাস না করিবে। মিত্রকেও বিশ্বাসের কথা না কহিবে ॥ কি জানি কখন যদি মিত্র রুষ্ট হয়। গুপ্ত দোষ প্রকাশিয়া প্রমাদ ঘটায় ॥ ১৮ ॥

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥

কর্ম্মকালে জানিবেক ভৃত্য ব্যবহার। বন্ধুর পরীক্ষা লবে দুঃখকালে আর ॥ বিপদেতে জানিবেক মিত্রের মিত্রতা। ধনক্ষয়ে বুঝিবে ভার্য্যার আত্মীয়তা ॥ ১৯ ॥

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনেব কণ্টকং ॥

উপকারে বশ এক শত্রুকে করিবে। তাহার দ্বারায় অন্য শত্রুকে বধিবে ॥ যেমন কণ্টক এক করেতে ধরিয়া। পাদবিদ্ধ কণ্টকেরে খোলে তাহা দিয়া ॥ ২০ ॥

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণেন হি জানাতি মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥

কোন জন নহে কোন জনের বান্ধব। কোন জন নহে কোন জনের শাত্রব ॥ কর্ম্মেতে প্রকাশ হয় শাত্রব বান্ধব। বিবেচনা করিয়া করহ অনুভব ॥ ২১ ॥

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণং ।
মধুতিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলং ॥

দুর্জন যদ্যপি কহে মধুর বচন । তথাপি কখন নহে বিশ্বাস কারণ ॥ দুর্জনের জিহ্বা অগ্র হয় মধুময় । বিষময় বিষম সে তাহার হৃদয় ॥ ২২ ॥

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সঃ ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

দুর্জন যদ্যপি হয় বিদ্যাবিভূষিত । তথাপি তাহাকে ত্যাগ করণ উচিত ॥ শোভা করে যে সর্পের মস্তকে মাণিক । তাহাহইতে ভয় হয় বরঞ্চ অধিক ॥ ২৩ ॥

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥

সর্প দুষ্ট খল দুষ্ট দুষ্ট দুই জন । সর্পহইতে খল দেখ অধিক দুর্জন ॥ ঔষধি মন্ত্রেতে বশ হয় ভুজঙ্গম । খলকে করিতে বশ নাহি কোন ক্রম ॥ ২৪ ॥

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং ।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃস্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥

নদীকে বিশ্বাস না করিবে কদাচন । নখী আর শৃঙ্গধারী অবিশ্বাসী হন ॥ শস্ত্রধারী অবিশ্বাসী নিকটে না যাবে । নারীকে রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে ॥ ২৫ ॥

হস্তী হস্তসহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিণো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ॥

যাইবে সহস্র হস্ত অন্তরে হস্তির। ঘোটকের শত হাত দূরে রবে ধীর॥ দশ হাত দূরে রাখি যাইবে শৃঙ্গিরে। স্থান ত্যাগ করিয়া ত্যজিবে দুর্জনেরে॥ ২৬॥

আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥

আপদের হেতু ধন করিবে সঞ্চয়। সে ধনেতে পত্নী রক্ষা করিবে নিশ্চয়॥ আত্মরক্ষা করিবেক সর্ব্বথা প্রকারে। পত্নী কিম্বা ধনদ্বারা যে প্রকারে পারে॥ ২৭॥

পরদারান্ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরীহাসং গুরোঃস্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

পরদার পরদ্রব্য পর পরীবাদ। পরিত্যাগ করিবেক নতুবা প্রমাদ॥ গুরুলোক সম্মুখে চাপল্য পরীহাস। যে করে তাহারে করে লোকে উপহাস॥ ২৮॥

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলন্ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীন্ত্যজেৎ॥

কুলরক্ষা করিতে ত্যজিবে এক জন। গ্রামরক্ষাহেতু কুল ত্যজে বিচক্ষণ॥ দেশের কল্যাণহেতু গ্রাম ত্যজিবেক। পৃথিবী ত্যজিয়া আত্মরক্ষা করিবেক॥ ২৯॥

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
না সমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥

এক পায়ে গমন করিবে বুদ্ধিমান্। আর পায়ে থাকিয়া করিবে অনুমান॥ এক স্থান নিশ্চয় না করো পূর্ব্বস্থান। পরিত্যাগ না করিবে এই সে বিধান॥ ৩০ ॥

লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দোনুবৃত্তেন তথা তথ্যেন পণ্ডিতং ॥

লোভিকে করিবে বশীভূত ধন দিয়া। ক্রোধিকে আনিবে বশে বিনয় করিয়া॥ মূর্খেরে সাধিবে তার কৃত কদাচারে। তুষিবেক পণ্ডিতেরে সত্য ব্যবহারে॥ ৩১ ॥

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥

অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহচ্ছিদ্র আর। অপমান বঞ্চনা যদি হয় আপনার॥ বুদ্ধিমান ইহা নাহি করিবে প্রকাশ। গোপনে রাখিবে সদা নৈলে উপহাস॥ ৩২ ॥

ধনধান্যপ্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥

ধনধান্য আদান প্রদান কর্ম্ম আর। বিদ্যাশিক্ষা আর যে আহার ব্যবহার॥ ইহাতে করিলে লজ্জা হয় অপচয়। এইহেতু লজ্জাহীন হইবে নিশ্চয়॥ ৫৩ ॥

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসংন কারয়েৎ॥

ধনিন্ শ্রোত্রিয় রাজা নদী কবিরাজ। এই পঞ্চ নাহি থাকে যে গ্রামের মাঝ॥ সে গ্রামে নিবাস না করিবে শিষ্ট জন। নতুবা বিপদ ঘটে শাস্ত্রের লিখন॥ ৩৪॥

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
নচ বিদ্যাগমঃ কশ্চিত্তং দেশং পরিবর্জয়েৎ॥

যে দেশে বান্ধব নাই আর নাহি মান। প্রীতি নাহি আর নহে কোন বিদ্যাস্থান॥ সে দেশে বসতি ত্যাগ করিবেক ধীর। রাজনীতি শাস্ত্রমতে করিলাম স্থির॥ ৩৫॥

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিত কার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥

মনেতে চিন্তিবে কার্য্য না কবে কথায়। অন্যেতে জানিলে কর্ম্মসিদ্ধি নাহি পায়॥ ৩৬॥

কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যাং কুনদীং তথা।
কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ॥

কুদেশে বসতি আর কুবৃত্তিকরণ। কুনদীতে স্নান আর কুভার্য্যাগমন॥ কুদ্রব্য গ্রহণ আর কুভক্ষ্য ভোজন। না করিবে এই ছয় কর্ম্মবিচক্ষণ॥ ৩৭॥

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাত্তস্মাৎ শেষং ন কারয়েৎ॥

নিঃশেষ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি।
কি জানি আপদ ঘটে পুন বাড়ে যদি॥৩৮॥

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপো জ্বরঃ।
অসৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনংজ্বরঃ॥

চিন্তা হয় মনুষ্যের জ্বরের সমান। রৌদ্রেতে জ্বরের ন্যায় বস্ত্র নাশ পান॥ শৃঙ্গারেতে শক্তিহীন ঘোটকের জ্বর। জ্বরবৎ সদা সতী বিধবা কাতর॥৩৯॥

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥

পুত্র যার বশে থাকে ভার্য্যা সেই মত। আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয় সদা অনুগত॥ যদ্যপি না থাকে ধন তথাপি সন্তোষী। কে বলে ভূমিতে আছে সেই স্বর্গবাসী॥৪০॥

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পেচ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

ভার্য্যা দুষ্টমতি যদি শঠ মিত্র হয়। আর ভৃত্য সমান উত্তর যদি দেয়॥ যে ঘরে ভুজঙ্গ থাকে সেই ঘরে বাস। মরণ সংশয় তার জীবনে নিরাশ॥৪১॥

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং ॥

মাতা যার ঘরে নাই আর নিজদারা। কহে সে অপ্রিয় কথা নিতান্ত প্রখরা॥ উপযুক্ত বন মধ্যে গমন তাহার। তার ঘর রণস্থল সমব্যবহার॥ ৪২ ॥

ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ॥

ঋণ করে্য যান মরে্য পিতা শত্রু গণি। মাতা শত্রু-বৎ হন যদি দ্বিচারিণী॥ রূপবতী ভার্য্যা শত্রু সদা শঙ্কা হয়। আপন সন্তান মূর্খ শত্রু অতিশয়॥ ৪৩॥

কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাং॥

কোকিলের নাহি রূপ তার রূপ স্বর। পতিভক্তি অবলার রূপ মনোহর॥ কুরূপ জনের রূপ বিদ্যা যদি হয়। তপস্বি জনের রূপ ক্ষমাই নিশ্চয়॥ ৪৪ ॥

অবিদ্যজীবনং শূন্যং দিক্শূন্যা চেদবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥

বিদ্যাহীন জীবন শূন্য বুদ্ধি নাই ঘটে। বন্ধু নাই যে দিগে সে দিক শূন্য বটে॥ পুত্রহীন গৃহশূন্য অন্ধকার দেখে। দরিদ্রের সর্ব্ব শূন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে লিখে॥ ৪৫ ॥

অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা॥

পুরুষ অদাতা হয় নিজ বংশদোষে। কর্ম্মদোষে ধনহীন ভ্রমে নানা দেশে॥ মাতৃদোষে শিশু নষ্ট না করে পালন। পিতৃদোষে পুত্র মূর্খ না করে তাড়ন॥ ৪৬॥

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি শাস্ত্রে নিরূপণ। সকল বর্ণের গুরু কেবল ব্রাহ্মণ॥ স্ত্রী লোকের গুরু হন পতি আ-পনার। অতিথি আইলে গুরু হন সভাকার॥ ৪৭॥

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং॥

অতিদর্পে নষ্ট হলো লঙ্কার রাবণ। অতিমানে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন॥ অতিদানে বলির পাতা-লে হলো ঠাঁই। অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিহ ভাই॥ ৪৮॥

বস্ত্রহীনস্ত্বলঙ্কারো ঘৃতহীনঞ্চ ভোজনং।
স্তনহীনা চ যা নারী বিদ্যাহীনঞ্চ জীবনং॥

বস্ত্র নাই অলঙ্কারে কিবা শোভা হয়। গব্য রস বিহীন ভোজন কিছু নয়॥ বিদ্যাহীন লোকের জী-বনে কিবা আশ॥ স্তনহীনা যেই নারী তারে উপ-হাস॥ ৪৯॥

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্ব্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং॥

খাদ্য বস্তু যথেষ্ট ভোজন শক্তি তত। রতিশক্তি আর প্রিয় ভার্য্যা অনুগত॥ দানশক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য এই ছয়। অনেক তপস্যা বিনা কারো নাহি হয়॥ ৫০॥

পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।
হিতপ্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব্বপ্রয়োজনং॥

ভার্য্যা ইচ্ছা করিবেক পুত্রের কারণ। পিণ্ড দান মাত্র সুপুত্রের প্রয়োজন॥ মিত্রপ্রয়োজন এই করিবেক হিত। সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধি ধনেতে নিশ্চিত॥ ৫১॥

দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥

দুর্লভ সদর্থ বাক্য সর্ব্ব মনোহর। বহু দুঃখে লভ্য হয় পুত্র গুণাকর॥ আপন সমান ভার্য্যা দুর্লভা ভূতলে। হিতকারি প্রিয় বন্ধু অতিদুঃখে মিলে॥ ৫২॥

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে। সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনন্ন বনে বনে॥

পর্ব্বতে২ নাহি মিলয়ে মাণিক। হস্তিতেং কোথা পাইবা মৌক্তিক॥ সর্ব্বত্র না পাওয়া যায় দেখ সাধু-জন। বনেং নাহি থাকে কখন চন্দন॥ ৫৩॥

অশোচ্যোনির্ধনঃ প্রাজ্ঞোশোচ্যঃ পণ্ডিতবান্ধবঃ।
অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা ॥

পণ্ডিত নির্ধন যদি তবু সে উত্তম। বন্ধু যদি পণ্ডিত সে অতিনিরুপম ॥ পুত্রপৌত্রবতী নারী বিধবা যদ্যপি। তাহারে দেখিয়া খেদ না হয় তথাপি ॥ ৫৪ ॥

অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যং মৈথুনমপ্রজং।
নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাজ্যমরাজকং ॥

বিদ্যাহীন পুরুষ দেখিয়া খেদ হয়। সে মৈথুন বিফল সন্তান যাতে নয় ॥ হয় শোক প্রজা লোক দেখিয়া নির্ধন। অরাজক দেখ্যে দেশ ক্লেশ পায় মন ॥ ৫৫ ॥

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি ॥

কুলীনের সহিত সম্বন্ধ আছে যার। পণ্ডিতের সহ যে মিত্রতা করে আর ॥ জ্ঞাতি জন সহ থাকে যাহার মিলন। তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ ৫৬ ॥

কষ্টা বৃত্তিঃ পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা ॥

পরাধীন জীবনেতে অতিকষ্ট হয়। নিরাশ্রয় নিবাসেতে কষ্ট অতিশয় ॥ কষ্ট পায় করিলে নির্ধন ব্যবসায়। সকল প্রকার কষ্ট দরিদ্রতা হয় ॥ ৫৭ ॥

তস্করস্য কুতো ধর্ম্মো দুর্জনস্য কুতঃক্ষমা।
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাং ॥

চৌর্য্যবৃত্তি করে যে তাহার ধর্ম্ম কোথা। দুর্জনের ক্ষমা নাহি কেবল খলতা॥ উপপতি প্রতি বেশ্যা কোথা করে স্নেহ। কামুকের সত্য বাক্য নাহি শুনে কেহ॥ ৫৮॥

প্রেষিতস্য কুতো মানঃ কোপনস্য কুতঃ সুখং।
স্ত্রীণাং সতীত্বঞ্চ কুতঃ কুতঃ প্রীতিঃ খলস্য চ॥

পরের সেবক যে তাহার কোথা মান। রাগি লোক কোন স্থানে নাহি সুখ পান॥ স্ত্রীলোকের সতীত্ব জগতে কোথা হয়। কার সঙ্গে থাকে দেখ খলের প্রণয়॥ ৫৯॥

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনংবলং।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলং॥

দুর্ব্বল প্রজার বল রাজা সে কেবল। রোদন কেবল ক্ষুদ্র বালকের বল॥ মৌনী হয়ে থাকামাত্র বল সে মূর্খের। মিথ্যা কথামাত্র বল আছয়ে চৌরের॥ ৬০॥

যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥

নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করিয়া যে জন। অনিশ্চিত বিষয়েতে করে আকুঞ্চন ॥ নষ্ট হয় তাহার যে নিশ্চিত বিষয়। অনিশ্চিত বিষয়ের চেষ্টা মিথ্যা হয় ॥ ৬১ ॥

শুষ্কংমাংসং স্ত্রিয়োবৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥

শুস্ক মাংস আর বৃদ্ধা নারী সহ রতি। শরৎ কালীন রৌদ্র দধি অম্ল অতি ॥ প্রভাতে মৈথুন আর নিদ্রা এই ছয়। শীঘ্র প্রাণ হরণ করে এ নিশ্চয় ॥ ৬২ ॥

সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥

সদ্যোমাংস আর অন্ন নবীন কোমল। সদ্যো ঘৃত আর দুগ্ধ অল্প উষ্ণ জল। বালিকা রমণীসহ রতি এই ছয়। যে করে সেবন তার আয়ু বৃদ্ধি হয় ॥ ৬৩ ॥

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ চত্বারি কুক্কুটাদপি ॥

সিংহহৈতে এক বিদ্যা বকহৈতে এক। কুক্কুর হইতে ছয় বিদ্যা শিখিবেক ॥ গর্দভের কাছে শিখিবেক পাঁচ গুণ। কুক্কুটের কাছে চারি শিখিবে নিপুণ ॥ ৬৪ ॥

প্রভুত্বমল্পকার্য্যম্বা যোনরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎকুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতং ॥

অল্প কিম্বা বহু কার্য্য করিতে যে চায়। উদ্যোগী যেমন সিংহ হবে তার প্রায়॥ ৬৫॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পতিতো জনঃ।
কালদেশোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥

বকের সমান সর্ব্ব প্রকারে তৎপর। কাল দেশ বুঝি কর্ম্ম সাধিবেক নর॥ ৬৬॥

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনোগুণাঃ॥

অনেক আহার করে অল্পে তুষ্ট হয়। শীঘ্র নিদ্রা যায় আর শীঘ্র নিদ্রাক্ষয়॥ প্রভুভক্ত আর যথা শক্তি পরাক্রম। কুক্কুরের ছয় গুণ শাস্ত্রের নিয়ম॥ ৬৭॥

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যংত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥

অবিরত বহে ভার শ্রান্ত নাহি হয়। উত্তাপেতে আর শীতে দুঃখ বোধ নয়॥ সর্ব্বদা সন্তোষে থাকে গুণ এই তিন। গর্দভের কাছে শিখ হইবা প্রবীণ॥ ৬৮॥

গূঢ়মৈথুনধর্ম্মঞ্চ কালে কালে চ সংগ্রহং।
অপ্রমাদমনালস্যং চতুঃ শিক্ষেত বায়সাৎ॥

গোপনে সঙ্গম করে নাহি দেখে কেহ। উপযুক্ত

কালে করে খাদ্যের সংগ্রহ॥ সাবধান সর্ব্বদা আলস্য নাহি রাখে। কাকের এ চারি গুণ শিষ্ট জন শিখে॥ ৬৯॥

যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেচ্চতুঃশিক্ষেত কুক্কুটাৎ॥

প্রত্যুষে চৈতন্য আর নৈপুণ্য যুদ্ধেতে। সম ভাগ পূর্ব্বক আহার বন্ধু সাতে॥ প্রাণপণে রক্ষা করে পত্নীকে সঙ্কটে। এই চারি গুণ শিখ কুক্কুট নিকটে॥ ৭০॥

কোতিভারঃ সমর্থানাং কিংদূরংব্যবসায়িনাং।
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাং॥

কৃতি পুরুষের কোন্ কর্ম্ম অতিভার। যে জন বাণিজ্য করে কি দূর তাহার॥ বিদ্যাবান জনের বিদেশ কোন দেশ। মিষ্টভাষি জনেরে কি অন্যে করে দ্বেষ॥ ৭১॥

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং॥

আপদের পথ ইন্দ্রিয়ের অদমন। সম্পদের পথ এই ইন্দ্রিয়দমন॥ এইরূপ দুই পথ আছে বিদ্যমান। যে পথে গমন ইচ্ছা করহ প্রয়াণ॥ ৭২॥

নচ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নচ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
নচাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরংবলং॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহিক ভূতলে। ব্যাধির সদৃশ শত্রু কখন না মিলে॥ সন্তান সমান স্নেহ অন্যে নাহি হয়। দৈবের অধিক বল না দেখি নিশ্চয়॥ ৭৩॥

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং।
নরেন্দ্রাবরণা দেশাশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।

আবরণ পয়োনিধি আছে পৃথিবীর। চতুর্দিকে আবরণ ঘরের প্রাচীর॥ আবরণ দেশের প্রবল মহীপাল। সুস্বভাব আবরণ স্ত্রীর সর্ব্ব কাল॥ ৭৪॥

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্‌ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ॥

ঘৃতকুম্ভ সমান যুবতী নারী জন। জ্বলন্ত অঙ্গার সম পুরুষ যে হন॥ সেই হেতু ঘৃত আর বহ্নি এক স্থান। না রাখিবে রাখিলে প্রমাদ বিদ্যমান॥ ৭৫॥

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥

আহার দ্বিগুণ স্ত্রীর চারি গুণ মতি। ব্যবসায় ছয় গুণ অষ্ট গুণ রতি॥ ৭৬॥

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতং॥

প্রশংসিত সেই অন্ন যেই জীর্ণ পায়। নির্দোষে

যৌবন গেলে প্রতিষ্ঠা ভার্য্যায়॥ বীরের প্রশংসা হয় জিনিলে সমর। সেই শস্য প্রশংসিত যদি আসে ঘর॥ ৭৭॥

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

সন্তোষেতে যেমন রাজার হয় হ্রাস। অসন্তোষে ব্রাহ্মণের তেমনি বিনাশ॥ মানহীনা যেমন নির্লজ্জ কুলবতী। লজ্জাবতী বেশ্যার তেমনি ধনক্ষতি॥ ৭৮॥

অবংশপতিতো রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

নিকৃষ্টের পুত্র যদি পায় রাজ্যভার। সুপণ্ডিত হয় যদি মূর্খের কুমার॥ নির্ধন পাইলে ধন করে অহঙ্কার। তৃণসম জ্ঞান করে জগৎ সংসার॥ ৭৯॥

ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্যবংশোপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে॥

ব্রহ্মহত্যা করে যদি অতিধনবান্। তথাপি তাহাকে করে সকলে সম্মান॥ চন্দ্রতুল্য শুদ্ধ বংশে যাহার উদ্ভব। ধন না থাকিলে তার কে করে গৌরব॥ ৮০॥

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং॥

পুস্তকে শিক্ষিত বিদ্যা মুখে নাহি আসে। ধন আছে বটে কিন্তু আছে পরবশে॥ অকস্মাৎ কার্য্য যদি হয় উপস্থিত। সে বিদ্যা সে ধন কভু নাহি করে হিত॥ ৮১ ॥

পাদপানাং ভয়ং বাতঃ পদ্মানাং শিশিরো ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রঃ সাধূনাং দুর্জনো ভয়ং ॥

সকল বৃক্ষের ভয় প্রবল সমীর। পঙ্কজের ভয় ঋতু দুরন্ত শিশির॥ পৃথিবীতে বজ্রমাত্র পর্ব্বতের ভয়। সুজনের দুর্জনহইতে ভয় হয়॥ ৮২ ॥

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়োগুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ॥

রাজকর্ম্মে যদি হয় নিযুক্ত পণ্ডিত। রাজার এ তিন গুণ হয় উপার্জিত॥ নিরুপম যশ আর অন্তে স্বর্গবাস। অতুল ঐশ্বর্য্য এই শাস্ত্রের আভাস॥ ৮৩ ॥

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা॥

মূর্খেতে রাজ্যের ভার করিলে অর্পণ। এই২ তিন দোষভাগী রাজা হন॥ অযশ অধর্ম্ম আর অর্থনাশ হয়। অবিচার করে৷ মূর্খ রাজারে মজায়॥ ৮৪ ॥

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥

মূর্খ সব পরস্পর পশুব্যবহার। তাহারা ঢাকিয়া রাখে গুণ যে রাজার॥ যেমন নিবিড় মেঘে ঢাকে দিবাকর। মূর্খ হাতে সেই মত হন নৃপবর॥ ৮৫॥

যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে ভার্য্যা বাপি পরপ্রিয়া।
পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

নদীতীরে কৃষি কর্ম্ম করে যেই জন। ইতর পুরুষ প্রতি যার স্ত্রীর মন॥ পুত্রের বিনয় নাই সদা অবিনয়। মৃত্যুবৎ দুঃখ তার নাহিক সংশয়॥ ৮৬॥

অসম্ভব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

অসম্ভব কথা না কহিবে কোন জন। প্রত্যক্ষতো যদ্যপি সে করে নিরীক্ষণ॥ জলেতে পাষাণ ভাসে কপি গীত গায়। রামায়ণবিনা কোথা কে করে প্রত্যয়॥ ৮৭॥

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণি।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং॥

কৃষিকর্ম্ম যে করে সুভিক্ষ নিত্য তার। নিত্যং সুখ তার রোগ নাহি যার॥ মনোনীতা প্রেয়সী যাহার ভার্য্যা হয়। মহোৎসব হয় নিত্য তাহার আলয়॥ ৮৮॥

হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্ধনং।
যাচনা মাননাশায় কুলনাশায় ভোজনং ॥

হেলাতে না হয় কোন কর্ম্মসিদ্ধি ভাঁই। দরিদ্র হইলে তার বুদ্ধি থাকে নাই ॥ যাচ্ঞা করিতে গেলে মান থাকে কিসে। কুলীনের কুল নষ্ট ভোজনের দোষে ॥ ৮৯ ॥

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥

ফলবান মহাবৃক্ষ ছায়াতে শোভিত। তাহারে আশ্রয় করা সেই সে উচিত ॥ যদ্যপি তাহার ফল না মিলে দৈবাৎ। ছায়া পাইবার কোন না দেখি ব্যাঘাত ॥ ৯০ ॥

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥

প্রথম বয়সে বিদ্যা না করে অর্জন। দ্বিতীয়ে না করে যদি উপার্জ্জিত ধন ॥ তৃতীয়েতে নাহি করে পুণ্যের সঞ্চার। সে জন চতুর্থ কালে কি করিবে আর ॥ ৯১ ॥

নদীকূলে চ যে বৃক্ষাঃ পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যং স্ত্রীগোচরো যৎস্যাৎ সর্ব্বং তদ্বিফলম্ভবেৎ ॥

নদীতীরে বৃক্ষ পর হস্তগত ধন। স্ত্রীলোকের হাতে

কোন কর্ম্ম সমর্পণ॥ এ তিন বিফল হয় নাহিক সন্দেহ। অতএব তিন কর্ম্ম না করিহ কেহ॥ ৯২॥

কুদেশমাসাদ্য কুতোর্থসঞ্চয়ঃ কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ। কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখং কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ॥

কুদেশ ভুমিয়া কোথা করে ধন আয়। কুপুত্রহইতে কোথা জলাঞ্জলি পায়॥ কুগৃহিণী হৈলে সুখ কোথা হয় ঘরে। পড়াইয়া সুখ পায় কোথা কুশিষ্যেরে॥ ৯৩॥

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং॥

কূপের উদক আর বটবৃক্ষচ্ছায়া। ইষ্টকারচিত ঘর নারী শ্যামকায়া॥ এই চারি বস্তু উষ্ণ থাকে শীত কালে। উষ্ণ কালে শীত হয় লোক শাস্ত্রে বলে॥ ৯৪॥

বিষং চংক্রমণং রাত্রৌ বিষং রাজ্ঞোনুকূলতা।
বিষং স্ত্রিয়োপ্যন্যহৃদো বিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ॥

রাত্রিকালে পর্য্যটন বিষের সমান। অতিঅনুকূল রাজা করি বিষজ্ঞান॥ অন্য পুরুষানুরক্তা ভার্য্যা বিষ হয়। ঔদাস্য করিলে রোগ হয় বিষময়॥ ৯৫॥

দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং॥

অভ্যাসরহিতা বিদ্যা বিষতুল্যা হয়। অজীর্ণ হইলে যে ভোজন বিষময়॥ বহু গোষ্ঠী দরিদ্রের বোধ হয় বিষ। বৃদ্ধের যুবতি ভার্য্যা বিষ অহর্নিশ॥ ৯৬॥

প্রদোষে নিহতঃ পন্থাঃ পতিতা নিহতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্যদোষে হতঃ প্রভুঃ॥

সন্ধ্যাকালে পথ হত হয় অন্ধকারে। দুষ্টশীলা নারী হৈলে হত বলি তারে॥ অল্প বীজ যদি বুনে ক্ষেত্র হয় হত। ভৃত্যদোষে রাজা হত এই শাস্ত্রমত॥ ৯৭॥

হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈন্যমনায়কং॥

শ্রোত্রিয় যে শ্রাদ্ধে নাই সেই শ্রাদ্ধ হত। দক্ষিণা বিহীন যজ্ঞ হত সেই মত॥ তারে হতা বলি রূপবতী বন্ধ্যা হৈলে। সেনাপতি বিনা সেনা হত রণস্থলে॥ ৯৮॥

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদবচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ॥

বেদেতে বেদান্তশাস্ত্রে যে জন বিদ্বান্। যজ্ঞজপ হোম কর্ম্মে সদা ক্রিয়াবান্॥ আশীর্ব্বাদ করেন প্রত্যহ ভূপতির। তিনি রাজপুরোহিত পণ্ডিত সুধীর॥ ৯৯॥

কুলশীলগুণোপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

কুলশীল গুণবান্ ধার্ম্মিক প্রবীণ। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলি তারে আলস্যবিহীন॥ ১০০॥

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥

আয়ুর্ব্বেদে বিজ্ঞ অতিসুন্দর সুসাজ। সুশীল সুগুণবান্ রাজকবিরাজ॥ ১০১॥

সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ॥

উচ্চারণমাত্রে অর্থ বোধ হয় যার। যে জন ত্বরিত লিখে জিতাক্ষর আর॥ থাকে যার সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বদা অভ্যাস। রাজার লেখক সেই যাহাতে বিশ্বাস॥ ১০২॥

সমস্তনীতিশাস্ত্রজ্ঞো বাহনে পূজিতশ্রমঃ।
শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতঃ সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

নীতিশাস্ত্রসমূহে যে হয় বিদ্যাবান। ঘোটকাদি আরোহণে আরো সাবধান॥ শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভৃতি গুণেতে গুণপতি। সেনাপতি তাহাকে করিবে নরপতি॥ ১০৩॥

মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে॥

মেধাবান্ উপস্থিতবক্তা অতিস্থির। মনোবৃত্তি বুঝিতে পরের অতিধীর॥ যথার্থ যে কহে কথা অন্যথা না হয়। রাজদূত বলি তারে নীতিশাস্ত্রে কয়॥ ১০৪॥

পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥

পুত্রপৌত্র থাকে যার আর থাকে গুণ। মিষ্টপাক করে পাকশাস্ত্রেতে নিপুণ॥ কঠিন স্বভাব পরাক্রম থাকে যার। সেই সে উচিত হয় পাচক রাজার॥ ১০৫॥

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥

ইঙ্গিতজ্ঞ চতুর সুন্দর বলবান্। রাজার সে দ্বারী হয় সদা সাবধান॥ ১০৬॥

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥

বুদ্ধি নাই যার তার শাস্ত্র কি করিবে। অন্ধেরে দর্পণ দিলে কি লাভ হইবে॥ ১০৭॥

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি॥

কি করিবে বক্তা যদি শ্রোতা নাহি থাকে। উলঙ্গ সন্ন্যাসি দেশে কি করে রজকে॥ ১০৮॥

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে।
শতমষ্টোত্তরং পদ্যং চাণক্যেন প্রযুজ্যতে॥

যাতে হয় জ্ঞানবৃদ্ধি আর শুদ্ধ বাক্য। অষ্টোত্তর শত শ্লোক কহেন চাণক্য॥